

See
19.2.25

Shew
28/2/25

BL-767
670
I-28

182. Nb. 924. 7.

সাহায্য-বৃত্তসন-মুল্লুক,
লীলাবতী পরী ও মুরাদ সা
ফকিরের পুত্রী।

Shew

১০

শ্রীযুক্ত জনাব মুন্সী হাফেজ উল্লাহ ভূঞা সাহেব
কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

সাকিন বেলদী, 'পরগণা হাজরা'দি,
জিলা মেয়মনসিংহ।

১৯১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সন।
BENG
19 FEB

মুন্সি আবদুররাজ্জাক দ্বারা মুদ্রিত।
ইসলামিয়া প্রেস, সাতরাওজা, ঢাকা।

মূল্য ১০ তিন আনা মাত্র।

See
19.2.25

Shew
28/2/25

BL-767
670
I-28

182. Nb. 924. 7.

সাহায্য-বৃত্তসন-মূল্য ক,
লীলাবতী পরী ও মুরাদ সা
ফকিরের পুত্রী।

Shew

১০

শ্রীযুক্ত জনাব মুন্সী হাফেজ উল্লাহ ভূঞা সাহেব
কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

সাকিন বেলদী, 'পরগণা হাজরা'দি,
জিলা মেয়মনসিংহ।

১৯১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সন।
BENG
19 FEB

মুন্সি আবদুররাজ্জাক দ্বারা মুদ্রিত।
ইসলামিয়া প্রেস, সাতরাওজা, ঢাকা।

মূল্য ১০ তিন আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র ।

আমার এই রওসনমুল্লুক লীলাবতী নামক সামান্য পুথো খানা
আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়মনসিংহ জজ কোর্টের আমূল। শ্রীমান আবদুল
আমিন মিঞাকে স্নেহ উপহার দানে যাবতীয় সঙ্কেত-সম্ভবান করিয়া
স্নেহ উপহার দিলাম । ইতি—

মুসা হাফেজ উল্লাহ তুফা ।
১৭ই অক্টোবর, ১৩৩১ সন ।



ইসমদ ও নাত ।

সকল প্রশংসা প্রভু নামেতে তোমার ॥ সুখ্যাতির যোগ্য ভরে কেবা
 আছে আর * করিম রহিম আল্লা পাক ছোবহান ॥ জলিল জব্বার তুমি
 অতি দয়াবান * তুমি জ্যোতির্ময় প্রভু ত্রিভুগত পতি ॥ আমি মুখে নাহি
 জানি তোমার ভক্তি * সর্বজীব প্রভু তুমি বিহু দয়াময় ॥ পোষিতেছ জীব-
 গণে সকল সময় * পশু পক্ষী কোট আদি গন্ধর্ব কিম্বরে ॥ তুমি রক্ষা কর
 প্রভু রক্ষ যক্ষ নরে * অনাদী অনন্ত প্রভু তোমার মহিমা ॥ ধানে বসি
 যোগী শ্বাসি নাহি পায় সোমা * যত্নপি কলম হয় দরক্ত সকল ॥ কালী রূপ
 হয় যদি সমুদ্রের জল * সর্বজীব বসি যদি লিখে রাত্রিদিনে ॥ লিখিলে
 অনন্ত কাল সবে একমনে * শতাংশের একাংশ তবু তোমার মহিমা ॥
 কি সাধ্য কাহার আছে করে পরিসীমা * তোমার অপার লীলা তুমি
 লীলাময় ॥ বুঝিতে তোমার খেলা কার সাধ্য হয় * ইব্রাহিমে বাচাইলে
 জলন্ত আগুনে ॥ নুহ নবীজারে রক্ষা করিলে তুফানে * মুছাকে বাচালে
 প্রভু নীল দরিয়ায় ॥ ইউনুছে মাছ পেটে করিলে উপায় * গ্রহ উপগ্রহ
 আদি চন্দ্র সূর্য তারা ॥ তোমার মহিমা ঘোষে দিবা রাত্রি তারা * সমুদ্র
 পর্বত নদী তব গুণ গায় ॥ মাটি জল বায়ু অগ্নি আদি সমুদায় * তব গুণ
 গায় শিশু জননী জঠরে ॥ গাইছে মহিমা কীট প্রস্তর ভিতরে * লতার
 পাতায় খোদা তব নাম লিখা ॥ পতঙ্গ শরীরে তব মহিমার রেখা *
 একমাত্র তুমি খোদা ব্রহ্মাণ্ডের সার ॥ সদা আছ সর্বঠাই সকলি তোমার *
 আঠার হাজার জীব করিয়া সৃজন ॥ নেকি বদি সবাকারে করিছ পালন *
 কুবাকালে অন্নদাতা পিপাসাতে জল ॥ অগতির গতি তুমি দুর্বলের বল *
 পাপী যদি ডাকে প্রভু বসি একমনে ॥ দয়ায় গলিয়া যাও তার ডাক শুনে *
 নিজে নাহি খাও দেও বান্দার আহার ॥ অন্তরের ভক্তি খালি চাওছে
 বান্দার * তুমি সর্বমূল সব তোমাতে উদয় ॥ শেষদিনে তোমাতেই সব
 হবে লয় * তুমি আদি তুমি অন্ত সৃষ্টির নিদান ॥ তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান
 মুক্তির সোপান * তব দূত নবীবর মহান্মদ রছুল ॥ কিয়ামতে যার কথা
 কারবে কবুল * হাজার দরুদ যেরা নবীজীর পায় ॥ নবির রহম ছাড়া
 নাহি উপায় * নবির দরুদ পাড় যত্নে যমিন ॥ নাজাত পাইবে তাই

হাসরের দিন * যৌবণ জোয়ারের পানি কতদিন রবে ॥ আখেরেতে
বুড়াকালে অনুতাপ হবে * যেহাতে এখন পার হাতীকে বান্ধিতে ॥
না পারিলে এই হাতে ঘাছি তাড়াইতে * পড়িয়া যাইবে দাঁত চক্ষু হবে
টিল ॥ চক্ষে না দেখিতে পাবে ঘটিবে মৃষ্কিল * নবির দরুদ তাই করছে
ভরসা ॥ অন্তিমে নবির দোয়া একমাত্র আশা * তাহান যা বাপে আর
আছহাব গণে ॥ হাজার সালাম করি আমি এ অধীনে * জীবনে মরণে আল্লা
নাম কর সার ॥ নবীর কদমে ভেঙ্গ দরুদ হাজার * আমি দীনহীন মুখ
অতি নাফরমান ॥ হাসরের দিনে নবী করিও আছান * কবিতা প্রবন্ধে
কাব্য লিখে রাবিগণ ॥ তাদের জবানী সব মধুর মতন * আমি জ্ঞানহীন
মুখ ঘোর কৃষ্ণ স্বর ॥ ভুল দোষ মাফ চাই সবার গোচর * আল্লা নবী
নাম সদা করিয়া একিন ॥ বল ভাই মুছলমান আমিন আমিন *

ইরান সাহাজাদার নিকট মুরাদ শা ফকিরের ভিক্ষা

প্রার্থনা করিবার বয়ান ।

পয়ার । মুরাদ ফকিরানায়ে সিরাজ নগরে ॥ আল্লার জিকির পড়ে
আর ভিক্ষা করে * বহু পল্ল জনপদ করিয়া ভ্রমণ ॥ ইরান সহরে শেষে করে
আগমন * হাসমত দরদবা সেই ইরান সহর ॥ তাজ্জবে রহিল মর্দ-দেখিয়া
নগর * রোসন মুয়ুক নাম ইরান সাহর ॥ সাহী তক্ত ছিল মাল মাত্তা
বেসুমার * দালান মন্দির কত সৌধ বালাখানা ॥ আমিরানা সান কত
কে করে ঠিকানা * মধ্য খানে দেখে মর্দ সাহী দরবার ॥ সেখানে
দেখিল এক তাজ্জব ব্যাপার * দরবারের কাছে দেখে এক খোটা গাড়া ॥
খোটাতে শিকল দিয়া বান্ধা এক ভেড়া * ঝাটা এক খোটা পরে আছিল
লটকান ॥ পাথরে খোদাই করা সকল বয়ান * খোটার উপরে এক
খোদাই পাথর ॥ বিজ্ঞাপন লিখা আছে আছে তাহার উপর * ছকুম
জানিবে ইহা ইরান সাহার ॥ যেই জন এই পথে হবে রাহাদার * ঝাটা
দিয়া সাত বাড়ী ভেড়াকে মারিবে ॥ বাদসার ছকুম ইহা একিন করিবে *
যে না করে এই কাম হবে নাফরমান ॥ রোসন মুয়ুক তার লইবে গদান *
এই সব দেখি তবে মুরাদ ফকির ॥ তাজ্জব হালেতে ভাবে হুইয়া
দেলগির * ভাবিয়া ফকির পেল সাহী দরবারে ॥ আরজ করিল তরে
সাহার ছকুরে * সামান্য ফকির আমি জ্ঞান বুঝি নাই ॥ বড়ই তাজ্জব

কথা কহিতে ডরাই * সুশাসন গ্রন্থাফ করিতে বান্ধার * বাদসাহী দিল
আল্লা করিতে বিচার * হায়ওয়ান জানওয়ার ভেড়া কিছু নাহি জানে ॥
এমন সাজাই তারে কর কি কারণে * আল্লাতাল্লা হওয়ানেরে সব শুণা
হইতে ॥ যাক যে করিয়া দিবে রোজ কেমনতে * কি কারণে দিলে সাহা
এত শাস্তি তার ॥ বুঝিতে না পারি কিছু কারণ ইহার * দেশে ও বিদেশে
আমি কতস্থানে থাকি ॥ এমন বিচিত্র লীলা কোথা নাহি দেখি * সাহা
বলে তুমি হও আল্লার ফকির ॥ ইহা দেখে মিছা কেন হওহে দেলগীর *
এই সব কথা শুনে কি তব দরকার ॥ জাহনা লইয়া তুমি ভিক্ষা আপনার *
ফকির বলেন সাহা এত আবিচার ॥ না লইব ভিক্ষা আমি দরবারে
তোমার * যে করে সাজাই হেন নিষ্পাপ পশুরে ॥ তার ভিক্ষা নাহি লয়
মুরাদ ফকিরে * সাহা ভাবে ফকিরেরে দিলে পরিতাপ ॥ মনে মনে
আমাকে সে দিবে অভিশাপ * বাদসা বলে কি বিষয় ঠেকিলাম দার ॥
ফকিরে বেখোস করা ভাল নাদেখার * যথার্থ শুনিবে যদি বসহে ফকির ॥
শুনাব ভেড়ার কিছা করিয়া জাহির *

সাহাজাদা রওসনমুল্লূকের সঙ্গে লীলাবতী পরীর সহিত
পরিচয় ও তাহার তমবীর পাইবার বয়ান ।

ত্রিপদী । কহিতে ভেড়ার কথা, মনেলাগে বড় ব্যথা, শুন ভাই
মুরাদ ফকির ॥ দৃষ্ট ভেড়া কত মন্দ, শুনিয়া লাগিবে ধক, বুঝিবে সে
কেমন বেপির * ভেড়া মোর দুস্ত ছিল, কিরূপেতে ভেড়া হইল, একে
একে শুন সমাচার ॥ সুখে বন্ধু সবে বটে, কিন্তু যবে দুঃখ ঘটে, হা ছতাস
হয় খালী সার * দুস্ত মোর উজির জাদা, মনে প্রাণে এক সদা, ঘরি এক
না ঘটে বিচ্ছেদ ॥ এমন দুস্তির টান, যেন এক দেহ প্রাণ, দুই দেহে
নাহিক অভেদ * ভালবাসি আমি ভারে, সেও ভালবাসে মোরে, এইরূপে
গেল কত কাল ॥ শেষে এই খল ধূর্ত, না রাখে নিমক সৰ্ত্ত, ঘটাইল
জঞ্জাল * নিমক হারামি করি, আমাকে জীয়েন্তে মারি, ঘটাইল বিষম
প্রমাদ ॥ আমি ফির বনে, দুস্ত থাকে সিংহাসনে, খোদা আগে করি
ফরিয়াদ * খোদার মহিমা বলে, পুনঃ রাজ্য পাই ছলে, কুদ্রত কামাল
আল্লা পাক ॥ দুস্তকে ইচ্ছিম জোরে, ভেড়া করি কি প্রকারে, কিরূপেতে

ঘটিল বিপাক * একে একে সে কাহিনী, কহিব হৃদয়ের সান্নিধ্য কাহিনী।
পাক নিরঞ্জন ॥ খোদা তুই অন্তর্ধামী, হাফেজ-উল্লা হীন আমি, আরক্তমু
পয়ার রচন *

পয়ার ॥ আমার বাপের নাম শুনহে ককির, নামেতে কয়ছর সাহা
আলমে কাহির * সাহী বালা খানা ছিল ইরান মাঝার ॥ মাল মাতা হাতী
খোড়া ছিল বেসমার * চাকর নফর কত ছিল দাস দাসী ॥ ইরানের
সাহা তিনি ভুবন প্রকাশি * এক মাত্র আমি পুত্র নয়নের তারা ॥
আমা ছাড়া অন্ধকার দেখিতেন ঘরা * সুশিক্ষিত করি মোরে সকল
বিদ্যায় ॥ পাণ্ডিত্য হেকমত আর বহুত শিক্ষায় * বাল্যের অতিত হয়ে
আসিল যৌবন ॥ মা বাপে মছলত করে বিবাহ কারন * এইরূপে কিছু
দিন গুজারিয়া যায় ॥ দেখনা তামাসা কিবা করিল খোদায় * দুস্ত সহ
এক সাথে শয়ন ভোজন ॥ একদিন রাত্রি কালে নিদ্রা অচেতন * অপকৃপ
সপ্ন এক দেখি নজরে ॥ লীলাবতী নামে পরী হাতে মোর ধরে * ম
সাক্ষী করি পরি করে এই পন ॥ ছাড়া ছাড়া না হবে থাকিতে জীবন *
সেই মোর পত্নী হবে আমি পতি তার ॥ জীবনে যরণে সাথী সে হ
আমার * তার অনুরূপ এক ছবি মোরে দিয়া ॥ অকস্মাৎ গেল পারি বিদায়
হইয়া * কি বলিব তার রূপ আশা মরি মরি ॥ তাহার উপমা নাই ত্রিজগত
জুরি * তসবির দিয়া পরি হইল বিদায় * নিদ্রা হইতে জাগি আমি করি হায়
হায় * বেকারার হইয়া কান্দি নাহি ছন জ্ঞান ॥ খল সাহা দুস্ত মোর
হইল হয়রান * বেকারারি হালে দুস্ত আমার কান্দনে ॥ জিজ্ঞাসিল
অতিশয় বিষাদিত মনে * বেহুস হইয়া থাকি আমিনা সরে জবান ॥ নিরো-
ত্তর দেখি দুস্ত হইল পেরেসান * মা বাপের কাছে দুস্ত জানায় খবর ॥
শুনি বাবাজান অতি হইল কাতর * সত্বরে মা বাপ আসে বিষাদিত মনে ॥
বাপ বাছা করি কত জিজ্ঞাসে দুজনে * চেতনা রহিত আমি না দেই
উত্তর ॥ লীলাবতী দেখি খালী চক্ষের উপর * উজীর নাজির যত সভা-
সদগণ ॥ পাত্র মিত্র দাস দাসী করয়ে রোদন * কেহ বলে হইয়াছে
পিচাসের ভয় ॥ অপদেবতার কোন হয়েছে নজর * বাড়া কুকা ডাইনি
আনে উবা কবিরাজ ॥ তন্ত্র মন্ত্র বাড়া দিল নাহি হয় কাজ * ডাক্তার
আনিয়া কৃত ঔষধ খাওয়ায় ॥ ফল না হইল কিছু দেখিবারে পায় *

উষ্ম। কবিরাজ সবে যানে পরাজয় ॥ একিবা বিচিত্র রোগ জন্মিল বিষ্ময় ॥
 জরের ঔষধ দিলে মাথার ব্যথায় ॥ কদাচন রোগ ভাই দূর নাহি যায় ॥
 মাথা ব্যথা বটি দিলে রোগে আশায় ॥ আরোগ্যের আশা করা নিতান্ত
 সংশয় ॥ জন্মের রোগ যোর ক্ষয়ে অনল ॥ উষ্ম। যুহু বটী কি সুবেফল ॥
 এইরূপে তিন দিন রহি উপবাস ॥ নিশক নিব্বাক ভাবে না সরে
 নিশ্বাস ॥ খল সাহা দুস্ত যোর ছায়ার সমান ॥ সঞ্জে থাকি কান্দে সদা
 অতি পেরেসান ॥ অবশেষে হল যবে কিছু জ্বস জ্ঞান ॥ শরীর দুর্বল
 অতি সরেনা জ্বান ॥ দুস্তকে আগল কথা কহিনু গোপনে ॥ দেখানু
 পরীর ছবি ধরিয়া, সামনে ॥ দুস্ত বলে এ কারণে কেনহে অস্থির ॥ অবস্থা
 তাল্লাসে খোজ পাইব পরিব ॥ মা বাপে তখন দুস্ত সুখবর দিল ॥
 ছুটিয়াছে নিশা দোস্ত আরোগ্য হইল ॥ পাওয়াছি আজি তার রোগের
 ঠিকানা ॥ প্রতিকার কর শীঘ্র শুন জাহাপনা ॥ থানা পিনা খাই তবে
 খুসালিত মনে ॥ দেখিল পরীর ছবি ম বাপ দুজনে ॥ বহুতর ছবি এর
 স্বরূপ আকাইয়া ॥ হরি, কড়ি, দুই ভট আনে ডাকাইয়া ॥ হাসেম কাসেম
 দুই কাসেদের তরে ॥ বোলাইয়া আনে সাহা সাহী দরবারে ॥ চারি খান
 পট ছিল পরার ছবির ॥ চারি জন হাতে দিল বাদসা জাহাগির ॥ দেশে
 দেশে আছে যত সাহা নামদার ॥ সবার হজুরে ভেজে দূত আপনার ॥
 কোন রাজ কন্ডা এই কার পট বটে ॥ জরুরী খবর দিতে বাদসার নিকটে ॥
 দূত সহ গেল যদি হইয়া বিদায় ॥ দস্ত সহ খুসী হালে গ্রহিনু হেথায় ॥
 শ্যাম কুম কত দেশ আর ইউনান ॥ তুরান মিছর দেশ কান্নী খুদমান ॥
 দেশে দেশে বেগমের যতেক তসবির ॥ কীর সাথে না মিলিল পট যে
 পরীর ॥ ফিরিয়া আসিল ভাট ঐমল বদনে ॥ জানাইল দুঃসংবাদ বিবাদত
 মনে ॥ সংবাদ শুনিয়া আগি হইল অস্থির ॥ কি করিব কোথা যাব তল্লাসে
 পরীর ॥ ভাবিয়া আকুল হইয়া ছাড়ি দানা পানি ॥ বেতাপ হইয়া মুখে
 হায় হায় বাণী ॥ আখেরেতে খল সাহা দুস্ত যে আমার ॥ সাথে করি
 বিদেশেতে হই রাহদার ॥ মায়ের জনাবে গিয়া মাগিনু বিদায় ॥ দোয়া
 চাও আম্মাজান আল্লার দরগায় ॥ বাপেব কদমে করি হাজার ছালাম ॥
 দোয়া কর বাবাজান ফতে হয় কায় ॥ মা বাপে বিদায় করে কান্দে জার
 জার ॥ যাও বাবা সঁপলাম হাতেতে খেদার ॥ মুন্সী হাফেজ উল্লা কর

সাইজাদা রওশন মুল্লুক ও উজীর জাদা খলসাহা

তুরান, রোম, মিছির ছাড়িয়া বাগরু, মগরু

দুই দানবের বাটিতে যাইবার ।

* বয়ান *

ত্রিপদী । এলাহি ভাবিয়া দেলে, খল সাহা তবে বলে, চল দুষ্ট দেড়ি
নাহি সয় । লও দুই তাজি ঘোড়া, যারহ জোরেতে কুড়া, খোদা
ভাবি চলহ নিভর ॥ যার ঘোড়া প্রান পনে, লয়ে দুষ্ট দুই জনে,
অবিরাম চলে অশ্ব অতি । যেখানে রজনী হয়, দুই দুষ্ট তথা রয়,
ফজরেতে চলি দ্রুত গতি ॥ ছাড়িয়া তুরান, রোম, যার ঘোড়া বেমানম,
মিছির ছাড়িয়া গেল শ্যাম । বহুত তাল্লাস করে, না পাইয়া পরীকে,
সেখানেতে করিল যোকাম ॥ থাকি তথা তিন দিনে, দুই দুষ্ট ভাবি মনে,
কি করিব কোথা যাব আর ॥ দুজন দুপথে গেলে, বহুদেশ দেখা চলে,
একা একা হই রাহাদার ॥ এ কথা ভাবিয়া মনে, দুই পথে দুই জনে
খোদা ভাবি হইল রওয়ানা ॥ দুষ্ট গেল কোন খানে, আমি নাহি জানি
মনে, একা চলি ভাবিয়া রকানা ॥ ভ্রমিয়া অনেক দেশ, দেখিলু দানব
বেশ, দুই ভাই বড় পলোয়ান ॥ লইয়া বাপের ধন, দুই ভাইয়েতে
কুকীর্তন, তয় লাগে না সরে জবান ॥

পয়ার । সামনে দেখিলু যদি আজিম সহর ॥ সুন্দর দোকান পাট রহিলে
বিস্তর * অসংখ্য দালান কোটা আছে খালি পরি ॥ লোক জন শূন্য সব
আছে সারি সারি * নানা রূপ খাদ্য আর বহুত মিঠাই ॥ সজ্জিত সুন্দর
ভাবে আছে ঠাই ঠাই * সম্মুখেতে রাজ বাড়ী বুঝি অনুমানে ॥ দেখিয়া
তাজ্জব হয়ে গেলাম সে খানে * দুই ভাই দানবেতে লয়ে পিতৃ ধন ॥
বাধিলে বাগড়া বড় করিতে বন্টন * বাদ্য আর মৃগ বাধা সম্মুখে পুরান ॥
বাঘের সম্মুখে ঘাস খাবার খাতির * হরিণের সম্মুখেতে গুস্ত ছাপলের ॥
বিপরীত রিতা ইহা দানব দেশের * দেখিয়া বুঝিলু ইহা দানব মহল ॥
সৌভাগ্য দুভাই মধ্যে বাধিল কন্দল * তা না হলে মৃত্যু ছিল দানবের
হাতে ॥ আল্লার রহম ইহা বুঝিলু দেলেতে * দুই ভাই দেও বলে আইল
আদম ॥ কেনহে ফত্বাদ কর আল্লার রহম * আদমে এনছাফ জানে হক
ও হালান ॥ এই আদমের হাতে দেও সবমাল * যেভাবে আদমে মাল

কবিবে বণ্টন ॥ সুবিচার হবে তাথে মানিব দুজন * পুছিব দেওয়ের কাছে
কিবা নাম তার ॥ কি মান লইয়া তারা করে তোল পার * দেও বলে
মোরা হই ঘোটে দুই ভাই ॥ একিন জানিবে বাত কহি তব ঠাই * ঝগরু
মগরু জান দুজনের নাম ॥ আমাদের অধিকারে দানব তোমায় * তিন মাল
আছে দেখ বাপের কালের ॥ কিরূপে করিব ভাগ এ বিষয় ফের *
একে একে শুন ওহে মানব তনয় ॥ যুগো হাফেজ উল্লা এবে তোটকেতে
কয় *

ঝগরু, মগরু দুই দৈত্যের পিতৃক ধনের বণ্টন মিথ্যাসা
করিয়া সাহাজাদা রওশন মুল্লুক লীলাবতী
পরীর মন্দিরে যাইবার বয়ান ।

তোটক ছন্দ ।

দেও বলে শুন ভাই নামদার ॥ তিন দ্রব্য কিকি শুন সমাচার * ঝগরু,
মগরু আমরা যে দুই ভাই ॥ কিরূপেতে ভাগ হবে তাহা চাই * বেগ-
এক আর সিংহাসন ॥ বিছানা জানিবে এক সুগঠন * মূল্যবান তিন
দ্রব্য বিরাদর ॥ সিংহাসনে বসি বল যে সহর * যেখানে যাইতে হবে
বাসনা ॥ মুখে বল মনে করি কল্পনা * সেখানে লইয়া যাবে তোমারে ॥
কেরামতি সিংহাসন সবপারে * বেগ মধ্যে হাত দিয়া যাচাবে ॥ তখন
সে বস্তু হাতে পাইবে * বিছানার গুন বলি শুন ভাই ॥ এমন আশ্চর্য
বস্তু কোথা নাই * যতই বসিবে লোক বাড়িবে ॥ যত বসে কভু নাহি
ভরিবে * যত বসে তত বাড়ি কুদ্রতে ॥ যে দেখে সে থাকে সদা
হয়বতে * তিন দ্রব্য দুই ভাই ভাগীদার ॥ কিরূপেতে ভাগ হবে নামদার *
শুনিয়া দেওয়ের কথা ভাবনা ॥ কিবিচার কার বুঝি খাটেনা * আমি বুঝি
ভাল হয় এই বাত ॥ ডুবদেও পুঙ্কনী তে এক সাত * এক দ্রব্য পাবে ভাসে
যে আগে ॥ দুই দ্রব্য অপরের হয় ভাগে * এ যুক্তি শুনিয়া দেও খুসি-
মন ॥ ডুবদিল এক সাত দুইজন * কিছুপরে এক ভাই ভাসিল ॥
জিলস্বতে অন্য দেও উঠিল * যে উঠিল আগে পায় বিছানা ॥ সিংহাসন
বেগনা পায় সেজনা ॥ সিংহাসন বেগ পায় অপরে * বিচারেতে তুষ্ঠ দেও
অস্তরে * দেও বলে ধন্য ধন্য সুবিচার ॥ আদমের মত কেবা পারে আর *
বড় তুষ্ঠ হইয়াছি বিচারে ॥ আমার বিছানা দিলাম তোমারে * এক দেও দা
ন করে ॥ ছানা ॥ অন্য দেও বলে লাজে বাচনা ॥ ছোট দেও বলে মোর

সিংহাসন ॥ বেগসহ করিলাম সমরশন • এই রূপে তিন দ্রব্য মূল্য-
 বান ॥ দানবেলা দেখে মোরে করে দান • আল্লার কুদ্রত ভাই বুঝা ভার ॥
 আল্লা বিনা বিপদে কে নিষাদার • বেগ ও বিছানা লইয়া
 তখনে ॥ অল্লা ভাবি উঠিলাম সিংহাসনে • জুজুম করিলু আমি
 তক্তেরে ॥ লইয়া যাওহে লীলাবতীর মন্দিরে • নিমি সেতে সিংহা-
 সন চলিল ॥ লীলাবতীর মন্দিরেতে পঁছিল • লীলাবতী দেখি মোরে
 জিজ্ঞাসে ॥ কিরূপেতে আসিলে নাথ সকাশে • ছালাম করিল আমি
 পায় ধরি ॥ হাসি কামা কত রূপ করে পরি • কনে কান্দে দুই জনে
 খুসিতে ॥ কতক্ষণ গেল এই রূপেতে • বেগ ও বিছানা আর সিংহাসন ॥
 তিন দ্রব্য পরি করে দরশন • তিনের মর্তব্য শুনি পরি কর ॥ তবে কেন
 চিন্তানাথ কার ভয় • তিনের সাহায্যে কর বাজুবল ॥ যন আশা পূর্ণ হবে
 পাবে ফল • শেষে পরি বলে শুন নামদার ॥ পাহারায় আছে বহু
 নিষাদার • পুরুষের আগমন এ মন্দিরে ॥ জানা জানি হয়ে যাবে
 বাহিরে • অনর্থক লোক মুখে বদনাম ॥ কলঙ্কের ভাগ নিয়া কিবা কাম •
 যন প্রান তব কাছে সমর্পন ॥ করিয়াছি যবে হল দরশন • ছলে কলে
 যে রূপেতে পারিবে ॥ বিবাহের আয়োজন করিবে • এ বলিয়া পরী
 করে নমস্কার ॥ আল্লা ভাবি অমি হই রাহাদার ॥ আল্লার দরগায় ভেজি
 সুকরানা ॥ করিম রহিম খোদা রক্ষানা • জুজুম করিলু যাওহে সিংহাসন ॥
 সন্নিকটে যথায় নিবিড় বন • জুজুমতে সিংহাসন চলিল ॥ কোকাকের
 অরণ্যেতে নামিল • হাফেজ উল্লায়সী আল্লা ভাব কর ॥ খোদা যার
 সখা তার কিবা ভয় • পাহাড় সমুদ্র করে নিরঞ্জন ॥ অরণ্য সহর হইতে
 কত ক্ষণ •

সাহাজাদা রওশন মুল্লুক কোকাকের জঙ্গলে

ছোলেমানী বেগেরমর্তব্যায় সহর ও

পুরী নিষ্পাণ করিবার বয়ান

পয়ার ॥ ভীষণ অরন্যে যদি নামে সিংহাসন ॥ শুনহে ফকির আমি
 কি করি তখন • বেগে হাত দিয়া চাই কোটি ধন ॥ তখনি হাতেতে
 পাই ধন অগনন • টাকা কড়ি ধন লয়ে গেলাম সহরে ॥ চাকর নকর
 রাজ রাধি মাইনা করে • উট ঘোড়া গাধা কিনি বাজারে যা পাই ॥

বেগে হাত দিয়া টাকা যত ইচ্ছা চাই * খাদ্য দ্রব্য নানা জাতী খরিদ
করিয়া ॥ জঙ্গল কাটিতে আর আনি কাঠুরিয়া * দ্বিগুণ ত্রিগুণ করি
সবার বেতন ॥ দিব বলে ঠিক করি লোক বহুজন * ধন লোভে লোক
আসে হাজারে হাজার ॥ জঙ্গল কাটিয়া সবে করে পরিষ্কার * গাভী ভরা
কত শত ইট বর্গা চুণ ॥ মজুত করিল পেয়ে মাহিনা দ্বিগুণ * এই রূপে
শত শত আসে কারিগর ॥ রোজ রোজ কাজ সবে করিল বিস্তর *
দালান মন্দির কত সৌধ বালা থানা ॥ তৈয়ার হইল কত কে করে
টিকানা * দাস দাসী কত রাখি চাকর নকর ॥ হইল বিশাল পুরী অতি
মনোহর * ইয়াকুত জামকুত লাল জোয়াহের ॥ পদ্য রাগ নীল কান্ত
মনি সাগরের * সাজইয়া স্থানে স্থানে হীরা মুক্তা আর ॥ ঝাড় ও ফানুস
রাখে হাজারে হাজার * জিনিয়া ইন্দ্রের পুরী অতি শোভাময় ॥ ছর পরী
দেখে মনে জন্মিবে বিশ্বয় * পুরীর চৌদিকে করে কত রাজপথ ॥ মূল্য
বান পাথরের নির্মাণ তাবত * ছোট রাস্তা কত শত করিল তৈয়ার ॥
পুকুর ইন্দিরা কত নাম কব আর * চতুর্দিকে পুষ্পোদ্যানে নানা জাতী
কুল ॥ গোলাপ মল্লিকা বেলী কেতকী বকুল * রাস্তায় করে মুছাফের
থানা ॥ খাদেম খাদেমা কত কে করে টিকানা * টাকা ধন টাকা জন টাকা
জাতি কুল ॥ টাকা বিদ্যা টাকা ধর্ম টাকা সর্বমূল * টাকাতেই সব হয়
মান ও সম্মান ॥ এ সংসারে কিবা আছে অর্থের সমান * মহামুনি সাধু
অর্থ বলে হয় বশ ॥ সমাজে সংসারে অর্থ যশ অপযশ * শিশু বোকা
পাগলে ও টাকা দেখি চিনে ॥ ধন্য টাকা সর্বজয় এই ত্রিভুবনে * তুমি
অর্থ সখা বলে ভাষণ জঙ্গলে ॥ রৌশনমল্লুক পুরী রচে কুতূহলে * শুন
বেরাদর মুন্সী হাফেজ উল্লা কর ॥ খোদা যার সখা তার সব স্থানে জয় *
পাহাড় জঙ্গল তার কি করিতে পারে ॥ মুস্তিল তফাৎ যায় আল্লার মেহেরে ॥

পরীরাও গেন্দা বাহারের লাকড়ী অভাবে

কষ্ট হওয়া এবং তাহার কারণ

অনুসন্ধান করিবার বয়ান।

পর্যায়। শুনহে মুরাদ তাই কুকাফ কাহিনী ॥ কেবা হয় লীলাবতী
কাহার নন্দিনী * গেন্দাবাহার নামে পরী অধিপতি ॥ তাহারে খিরাজ
দেও যতক ভূপতি * প্রবল প্রতাপে তার জুরি পরি স্থান ॥ দেও পরী

দেও পরী আদি সব আছে কম্পমান * এক মাত্র তার কড়া নামে লীলা
বতী ॥ ইহা ছাড়া নাহি আর সন্তান সন্ততী ॥ লীলার আসক আমি জান
তুমি ভাই ॥ আল্লার কুদ্রতে দেখ কিরূপেতে পাই * সাহা গেন্দা বাহা
রের যত কাঠুরিয়া ॥ করিছে আমার কাজ লোভেতে পরিয়া * যত টাকা
চায় তবে তত টাকা পায় ॥ অর্থ লোভে পরি স্থানে আর নাহি যায় *
লাকড়ীর অভাব মহা হয় পরিস্থানে ॥ অবশেষে এখনও পরি রাজ
শুনে * লাকড়ী নাহিক আর বাবুরছি খানায় ॥ তাজ্জব হইল সাহা না
দেখে উপায় ॥

হর অঙ্কে কোটি পরী খায় খানা ॥ কত মন কাঠ লাগে নাহিক ঠিকানা *
প্রতি দিন কাঠ লাগে বহু পরিমান ॥ লাকড়ী অভাবে সাহা হইল হয়
রান * মাহিনা চাকর ঠিক কাঠ কাঠুরিয়া ॥ তথাপি অভাব হল কিসের
লাগিয়া * এ বড় আশ্চর্য কথা না বুঝি কারন ॥ উজীরে ডাকিয়া সাহা
করে জিজ্ঞাসন * লাকড়ী অভাবে সব মরে অনাহারে ॥ কোথায় কাঠুরি
গেল বলহ আমারে * উজীর তাজ্জবে রয়ে বুঝিতে নাপারে ॥ বলে যাই
প্রতিকার করিব সত্বরে * এখনে কোটালে ভেজি কাঠুরিয়া পাড়া ॥ সবাক
ধরিয়া আনে করি বাড়ীছাড়া * হুকুরে হাজির করি গেরেস্তার ॥ না কর
মানি কি কারনে হুকুমে বাদসার * উজীর ভথনি গেল ঘাস দরবারে ॥
কোটুয়ালে বোলাইয়া আনিল সত্বরে *
চৌপদী ॥ উজীর কোটালে বোলাইয়া ॥ কহে কটুয়ালের তরে
চাকরী যাবে এই বারে, কোথা গেল সব কাঠুরিয়া * বাবুরছি খানায় কাঠ
নাই ॥ কোথা কাঠুরিয়া গেল, কেন লাকড়ী না কাটিল, খোজ গিয়া শীঘ্র
কর ভাই * বিলম্বিতে হইবে বিনাশ ॥ নাহি কর আর দেরি লোক ভেজ
তাড়াতাড়ি, যদি থাকে বাচবার আশ ॥ শুনিয়া কটুয়াল শীঘ্র যান ॥
লোক সহ নিজে খাড়া, চলিল কাঠুরি পাড়া, যা দৌখল না সরে জ্বান ॥
পাড়াময় দয়াময় দালান কোঠা কত ॥ যথা ধ নাড়ের পল্লি, স্থানে স্থানে
বত গলি, কে চিনবে রাস্তা কত শত ॥ ধনী হল কাঠুরি তামাম ॥
কেটুয়ালের আগমনে সকলে প্রমাদ গনে, আসি তবে করিল ছানাম ॥
জিজ্ঞাসেন তাদের কোটাল ॥ কেন নাহি কাঠ কাট, কি কারন বল পষ্ট
ঘটাইলে বিষম জঞ্জাল ॥ কাঠুরিয়া আরজ জানায় ॥ দশ টাকা প্রতি
দিনে, পাই হোরা জনে শুনে, কে করিব হোরা নিকর পায় ॥ শুনিয়া বই

য়াল সমাচার ॥ দশ টাকা রোজ করে, কোন জন দিতে পারে, বল শুনি
কি নাম তাহার ॥ কাঠুরিয়া করিল বয়ান ॥ রওসন মুলুক নাম, ইরান
সহরে ধাম, ধনে দানে হাতেম সমান ॥ রচে পুরী কেমন সুন্দর ॥ স্থানে
স্থানে রাস্তা ঘাট, করিল আখিরি ঠাট, পুষ্পোদ্যান আদি মনোহর ॥
সাহাজাদা বড় শক্তিবান ॥ জিন পরী বত আছে, কি ছার তাহার কাছে,
কেছা তার আখিরানা জান ॥ কটুয়াল উজীরে আসি কর ॥ যে সব
বৃত্তান্ত শুনে, সব কথা সে বাখানে, উজীর তাজ্জব শুনি রয় ॥ কে বুঝাবে
খোদার সে খেলা ॥ মুসী হাফেজ উল্লা কর, পাহাড়ে সাগর হয়, সব
পারে পাক বারি ভাল ॥

সাহাজাদা রওসন মুলুকের সহিত উজীরের মোলাকাত ও
পরিচয় হইবার বয়ান ।

পয়ার । কটুয়ালের মুখে শুনি খবর সকল ॥ হইল উজীর মনে
নিত্যন্ত চকল * বাদসার হুকুমে সব বয়ান করিল ॥ বেশী টাকা কড়ি
দিয়া কাঠুরি আনিল * সাহা বলে উজীরেরে শুনেহে সুধীর ॥ কুকাফ
দেশেতে আমি বাদসা যে পরীর * ধনে দানে আমাকে সে করে পরাজয়
যাও দেখ কেবা সেই কাহার তনয় * আদম হইয়া বটে এত শক্তিবান
কেমনে আইল হেথা করহে সন্ধান * লোকজন সাতে লইয়া বহুত লস্কর ॥
চলিল উজীর তরে আনিতে খবর * কিছু দূর গিয়া দেখে জঙ্গল কিনারে ॥
কত শত রাস্তা বাধা কিম্বতি পাথরে * তার পরে দেখে কত সৌধ বালা
খানা ॥ স্থানে স্থানে আর কত ঠাট আখিরানা * যখন পাইল গিয়া মধ্য-
তে পুরীর ॥ উজীর তাজ্জব রহে চক্ষু হয় স্থির * দেখিয়া পুরীর শোভা
ভাবে মনে মনে ॥ পরীর রাজ পুরী তুচ্ছ ইহার সামনে * কি নায কোথায়
ধাম জিজ্ঞাসিল মোরে ॥ কি কারণে আগমন কোকাফ সহরে *
আপনার নাম ধাম কহিল উজীরে ॥ সাহাবালা খানা মোর ইরান সহরে *
রওসন মুলুক নামে ভুবনে প্রচার ॥ কোকাফেতে আছে মোর কিছু দয়-
কার * মনের আসল কথা করিয়া গোপন ॥ উজীরের পরিচয় কার জিজ্ঞা-
সন * তৎপরে উজীরের লই পরিচয় ॥ কি কারণে আগমন আশয় বিষয় *
সেইকাহা হার নাম পরীর ভূপতি ॥ কোকাফের এক মাত্র তিনি অধিপতি *
তাহার উজীর হই হুকুমে তাহার ॥ আসিয়াছি জানিবারে সর্ব সমাচার ॥

উজ্জীরে বসিতে দিয়া রক্তের আসন ॥ যথা রিতী সকলেরে করিয়া যতন *
 বাদসাহী যত ইতি ভাল ভাল থানা ॥ বিবিধ সুগন্ধ যুক্ত খাবার ছামানা *
 চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেষ, সকল প্রকার ॥ সত্ত্বর সকল দ্রব্য হইল তৈয়ার *
 মনি কাঞ্চনের কত মুক্তার রিকাব ॥ ইয়াকুতের বাটী ঘটা নাহিক অভাব *
 গালিচা মস্‌নদ কত বাদসাহী বিছানা ॥ উজ্জীর লঙ্কর সহ খিলাইনু
 থানা * আছবাব লাজিমা দেখি তাজ্জব উজ্জীর ॥ এছা আয়োজন করা
 সাধ্য কি পরীর * উজ্জীর খাইয়া থানা হরসিত মনে ॥ বিদায় হইতে চায়
 আমার সদনে * উজ্জীরে আরজ আমি করিনু তখন ॥ আমাদের ইরানের
 নিয়ম যেমন * মুছাফের মেহ মানে থায় যদি থানা ॥ তছরুপ করে তারা
 যে সব ছামনা * সে সব ছামানা করি খএরাত মেমানে ॥ আমাদের রিত
 ইহা জানিবেক মনে * বংশাবলী ক্রমে ইহা নিয়ম পদ্ধতি ॥ কি রূপে
 করিব লোপ সবংশের রিতী * সোনার কুরছি বত জরীর বিছানা ॥
 মূল্যবান পাথরের খরম বদনা * সুবর্ণের ছক আদি ঘটি বাটী থাল ॥
 মকমল গালিচা আদি দস্তুর রুমাল * ঝাড় ও ফানুস কত পান দান ঝারি
 আলনা আশি কত পালঙ্ক আলমারী * গাড়ী গাধা উট কত করিয়া
 বুঝাই ॥ উজ্জীরে বকসিস করি সীমা সংখ্যা নাই * উজ্জীর তুষ্টিত আতি
 তাজ্জব রহিল ॥ লাজিমা সকল লয়ে রওয়ানা হইল * গেন্দাবাহারের
 আগে ফরমায় উজ্জীরে ॥ কি কহিব জাহাপানা বাক্য নাহি সরে * কত
 সাহাজাদা কেছা আঘিরানা ॥ তার সাথে হুজুরের খাটেনা তুলনা * ধনে
 বংশে বোধ করি জুরি পরি স্থান ॥ তারিফে তমিজ্ঞে নাই তাহার সমান *
 যত দ্রব্য খয়রাত কারল আমারে ॥ এত বস্তু নাহি কিবা এরম সহরে
 তৈয়ার করিছে কিবা মনোহর পুরী ॥ কি উপমা দিব নাই ত্রিগজ্জ জুরী *
 তাজ্জবে রহিল সাহা শুনিয়া খবর ॥ মুন্সী হাফেজ উল্লা কয় শুন বেরাদর
 জিলা ময়মনসিংহ আমার ঠিকানা ॥ বেলদী গ্রামেতে ঘর শুন সর্বজন *
 বাদসা গেন্দাবাহার রওসন মুল্লকের নিকট লিলাবতী

পরার বিবাহের প্রস্তাবে উজ্জীরকে

পাঠাইবার বয়ান ।

তোটক ছন্দ ।

বাদসা বলে পরী স্থান তুচ্ছ ছার ॥ বন্য বন্য আদমের কারব * বন্যরা

ধন্য সাজাদার আমিরানা ॥ এছাই কোথায় নাহি যায় শুনা * দেও পরী
তার কাছে পরাজয় ॥ আমিরানা দোখি সবে নত হয় * পরি স্থানে আমি
বড় মনে কই ॥ তাহার দাসের কিবা যোগ্য নই * আই বড় কন্যা আছে
ঘরেতে ॥ মনে আশা সাপিব সুপাত্রিতে * এমন জামাইরে কন্যা সপিলে ॥
চির দিন যাবে সুহালে * কুকাকী বকসিস দেও সাজাদায় ॥ যোলাকাত
কর তুমি পুনরায় * লীলাবতীর ছবি নিয়া দেও তারে ॥ শুনা শুন বল
বিশেষ প্রকারে * শুণে লক্ষ্মী রূপেতে সরস্বতী ॥ জ্ঞান বিদ্যা সুসিদ্ধায়
শুণবতী * সাতে নেও উপহার মিষ্ট ফল ॥ সাজাদাকে খেতে দাও এ
সকল * তার পর সব কথা বলিবে ॥ শুভ কথা সুপ্রকাশ করিবে * কন্যার
সৌন্দর্য কর বর্ণনা ॥ তারপর বল মনের বাসনা * উজীর বিদায় হয়ে চল
যায় ॥ পরারে হাফেজ উল্লা মুন্সী গায় *

উজীর লীলাবতী পরীর সহিত সাহাজাদা রোসন

মুন্সীর বিবাহের প্রস্তাব স্থির

করিবার বয়ান ।

পরায় । বাদসার হুকুম পরে ভাবিয়া রবানা ॥ উজীর আমার কাছে
হইল রওয়ানা * কুকাকের ভাল ভাল যত মিষ্ট ফল ॥ নজর বকসিসলয়
সঙ্গেতে সকল * আর লয় কোকাকের সুগন্ধি আতর ॥ সঙ্গে করি লয়
বহু সিপাই লস্কর * যে থানে ছিলাম আমি খাস দরবারে ॥ পঁছিল উজীর
অতি হারিষ অন্তরে * উজীর আসিয়া করে আমাকে ছালায় ॥ তার পরে
দিল সব বকসিস এনাম * খানা পিনা করি দোহে খুসালিত দেলে ॥
বসিলাম দুই জনে বৈঠক মহলে * উজীর পরীর কথা আমাকে জানায় ॥
লীলাবতীর পটখানা আমাকে দেখায় * রূপে শুনে সর্ব ধন্য পরী লোল
বতী ॥ রূপে লক্ষ্মী সম কন্যা শুণে সরস্বতী * মনে মনে বলি আমি আল্লা
হক নাম ॥ তোমার কৃপায় বুঝি সিদ্ধ হবে কাম * আল্লার দরগায় ভেজি
হাজার সুকরানা * প্রকাশ্যে উজীরে কহি মনের বাসনা * বিবাহ করিতে
আমি কারনু স্বীকার ॥ শুনিয়া উজীর হল তু ত হাজার * নির্দ্ধারিত করি
দোহে শুভ দিন ক্ষন ॥ পরীরাজ করিবেক খরচ বহন * বিবাহের দিন
স্বার্থ্য করিয়া উজীর ॥ পরী রাজ যথা গিয়া হইল হাজির * বাদসাকে জানায়
তবে সব সুখবর ॥ সংবাদ শুনিয়া সাহা হারিষ অন্তর * খুসী হালে বিব

হের করে আয়োজন ॥ মুন্সী হাক্কেজ উল্লা অতি মুখ অভাজন * বেলদী
প্রাণেতে ঘর মমনসিং জিলা ॥ পরগনা হাজরাঙ্গী কেতাষ রচিলা *

সাহাজাদা রওশনমুল্ল কের বিবাহ করিতে

পরিস্থানে যাইবার বসান ।

ত্রিপদী । শুনহে মুরাদ ভাই, একে একে বল যাই যত সব দুখের খবর
মুখে ঘোর হল দুখ, মনে হলে ফাটে বুক, শুন বলি তোমার গোচর *
শুনিয়া উজির মুখে, পরী সাহা মহামুখে, বিবাহের করে আয়োজন ॥
কতই বাদসাহী খানা, কে করিবে সে ঠিকানা, যোগাইল পরীর রাজন *
নর্তক নর্তকী কত, বাদ্য কর শত শত, নানা রূপ নাচ বাদ্য গান ॥ শুভ
দিনে শুভক্ষনে, পরীরাজ নিকেতনে, হয় কত আওয়াজ কামান * হাতী
ঘোড়া কত আর, সুবাহন বেশুমার, মোরে নিতে দিল পাঠাইয়া ॥ সাহা-
না লেবাহ পরি, পরীস্থানী রথেচরি, পছিনাম জামাতা হইয়া * সুবর্ণ
চাদোয়া উড়ে, পরীরা চামর নারে, বিছানা সে মছলন্দ জরিব ॥ বাড় ও
ফানুস কত, চতুর্দিকে শত শত, কি বণিব মহিমা বুবিব * পরীরা কুণিস
করে, আগ বাড়াইয়া মোরে, বসাইল পরম যতনে ॥ মানিকের সিংহাসনে,
বসিলাম হুটমনে, পাও রাখি করির বিছানে * সাজাইয়া লীলাবতী,
পরীরাজ ক্রত অতি, সাথে দিয় শত সহচরি ॥ মাতা পিতা সহ আসে,
আশি ঘোর বাম পাশে, বামাসনে বসিলেক পরি * নিক্রপম রূপ তার,
তুলনা কি দিব ছার, ছর আদি দেখি লজ্জা পায় ॥ মুন্সী হাক্কেজ উল্লা
বলে, ১ কি তুলনা মহীতলে, তোটকের ছন্দ কিছু গায় *

লীলাবতী পরীর রূপ বর্ণনা ।

তোটক ছন্দ ॥

কি দিব পরীর রূপের বর্ণনা ॥ নিক্রপম উপমাত খাটেনা * বদন কমল
তার মনোহর ॥ জিন শোভা কোটী কোটী শশধর * বড় বড় চক্ষু কিবা
শোভা পায় ॥ মৃগের নয়ন তুচ্ছশে শোভায় * হটাৎ দেখিলে লীলাব-
তীর চুল ॥ কাল মেঘ বলি মনে হবে ভুল * কতরূপ ধরেছে গোলাপ
ফুল ॥ পরীর ঠোঁটের নহে সমতুল * হাতীর চলনে শোভা কিবা আর ॥
পরীর চলার কাছে তুচ্ছ ছার * মানিকের হার দেখ শোভাময় ॥ পরীর
দাঁতের কাছে কিছু নয় * এমন চকন মাজা অতি কম ॥ ভাঙ্গিয়া যাইবে

বলি হয় ভয় * লীলার জ্বান যার হয় গোচর ॥ সে না বলে কোকিলের
মিষ্ট স্বর * চক্ষের চাহনি তার মৃত্যুবাণ ॥ যে দেখেছে দিতে চায় নিজ
প্রাণ * হস্ত পদ সব তার সুগঠন ॥ হেরিলে টলিবে মহামুনির মন *
দাড়াইলে চুল ঝুলি ছাড়িয়া ॥ পদ তল চুলে যাবে ঢাকিয়া * মূল্যবান
প্রস্তরের অনঙ্কার ॥ পরিয়াছে তছু পারি কি বাহার * লীলাবতী চক্ষু
যোল যদি চায় ॥ স্বর্গের অম্পরা ছর লজ্জা পায় * মুক্ত কেশে পরী দেখে
নজরে ॥ সাপিনি লজ্জায় যাবে বিবরে * অতুলন রূপ তার তুলনা ॥
কি দিব অধিক আর দিব না * আল্লা ভাবি মুন্সী হাফেজ উল্লা কয় ॥
শুনহ ফকির বলি সমুদয় ॥

পরীক্ষানী প্রথা যতে সাহাজাদার সহিত লীলাবতীর

শুভ বিবাহ হইবার বয়ান ।

পয়ার ॥ শুনহে মুরাদ ভাই শুন দিয়া মন ॥ কিরূপে হইল যোর
বিবাহ বন্ধন * নর্তকী নর্তক কত নাচে আর গায় ॥ নানারূপ বাদ্য কত
পরীয়া বাজায় * আমোদে গাতিয়া তবে পরীয়া সকলে ॥ কত রূপ খেলা
সবে খেলে কতুহলে * সুগন্ধি কুসুম মাল্য করিয়া রচন ॥ বিবাহ আসর
কৈল অতি সুশোভন * ঝাড় ও ফানুস জ্বলে হাজারে হাজার ॥ বাকুদের
কত শত বাজী কি বাহার * হেন কালে কোকাকের চির প্রথা যতে
বয়মাল্য দেয় পরী আমার গলেতে * বধা বিধি করিঃ দোহে বিবাহ বন্ধন
ছাড়া ছাড়ি নাহিবে থাকিতে জীবন * আমার শত্রুর হয়ে সজল নয়ন
লীলাবতী যোরহাতে করে সমর্পণ * খাট ও বিছানা আংটি চেন ঘড়ি
কত ॥ করিল আমাকে দানদ্রব্য শত শত * যার জন্য যথা তথা ফিরি
বনে বনে ॥ ধন্য খোদা মিলাইয়া দিলে এত দিনে * তোমার মহিমা
খোদা কে বুঝিতে পারে ॥ উইছফেরে মিলাইয়া দিলে জোলেথারে * লা
ইল : শুকুর প্রেম হইবার বলে ॥ ঈ বরুহাদের হিল যেকূপে করিলে *
সেকূপে করিলে পূর্ণ খোদা যোর আশা ॥ অনাথের নাথ তুমি জীবনে ভর
সা * হাজার শুবুর কার খোদার দরগায় ॥ লীলাবতী সহ সুখে কত দিন
যায় * আমোদে আনন্দে দিন কাটে পাশ্চানে ॥ লীলাবতী সহ সদা সহ
ক্য বদনে * লীলার প্রেমোত্তে সব গোচর পারি ॥ অকস্মাৎ যাত্বে
পেল মনে পড়ি * জন্মভূমি হইনের মা বাপের কথা ॥ মনেতে উদয় হয়ে

পাইলাম ব্যথা * ইরানে যাইতে ইচ্ছা হল যদি মনে ॥ মনের বাগনা
কাহ লীলার সদনে * শশুর শাস্ত্রী কাছে যাগিনু বিদায় ॥ ইরান সহরে
গিয়া দেখি বাপ যায় * বহাদিন আছি আমি যা বাপ ছাড়িয়া ॥ ময়িল
জননী বুঝি কান্দিয়া কান্দিয়া * শশুর শাস্ত্রী দোহে কান্দিতে
কান্দিতে ॥ বিদায় করিল মোরে ইরানে যাইতে * বেগ ও বিছানা সহ
পরীকে লইয়া ॥ উঠিলাম সিংহাসনে ইলাহি ভাবিয়া * হুকুম করিনু চলি
যাও সিংহাসন ॥ যেখানে দুপথে যাই দুস্ত দুই জন * নামাও দুপথ যথা
মিলে সন্ধিলে ॥ পাইব দুস্তের দেখা থাকিলে কপালে * তির বেগে
তখনি চলিল সিংহাসন ॥ পার হয়ে গেল কত বন উপবন * তে পথের
যেই কনে নামে সিংহাসন ॥ নামিয়া দেখিনু বহু অশুভ লক্ষণ * কুলক্ষণ
দেখি আমি ভাবি মনে মনে ॥ কপালে থাকিলে দুখ : খণ্ডাব কেমনে *
মুন্সী হাফেজ উল্লা কর কি কর ভাবনা ॥ খণ্ডিতে নাপারে কেহ ভাগ্য
বিরহনা * রদ কে করিতে পারে বিধির বিধান ॥ নির্ভর করহ সেই পাক
ছোবাহানে *

সাহজাদা রওসন মুল্লুক লীলাবতী সহ উজীর

জাদা খল সাহার সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া

দেওয়ার নিকট মোর্দারের লাস নিজের

রুহকে বদল করিবার ইচ্ছিম শিখিবার

ও সাহজাদা কাক হইবার বয়ান ।

ত্রিপদী

শুনহে মুরাদ ভাই, একে একে বলি যাই, পথে যদি নামে সিংহাসন ॥
দুই দৈত্য কথা কয়, শুনি মনে লাগে ভয়, মন দিয়া করিনু শ্রবণ * এক
দৈত্য দেয় শিক্ষা, মন্ত্র ও ইচ্ছিম দীক্ষা, অন্য দৈত্য হয় তার ভাই ॥
ইচ্ছিম তাজ্জ্ব অতি, শুন বলি শুব প্রতি, ইচ্ছিমের মোহতবা জানাই ॥
মৃত দেহ প্রতি চাইয়া, ইচ্ছিম পড়িলে ভাইয়া, মৃত দেহ হইবে জীবিত ॥
নিজ দেহ পড়িরবে, মোর্দার জীবিত হবে, ইচ্ছিমের কার্য বিপরীত *
দানবের শব্দ জোরে শুনিতে পাইনু দূরে, শিখিলাম তামাম ইচ্ছিম ॥ অস্ত
পথে দুস্ত ছিল, সেও তাড়নিতে পাইল, শিক্ষা করে দেওয়ার তালিম *
কেবুঝে খোদার লীলা, দেখনা ইচ্ছিমের খেলা, দুস্ত আমি শিখি দুই

জনে ॥ কত কষ্ট তথা পাই, দুখেঃ অবধি নাই, ভেড়া দুস্ত হয় কি
 কারণে * দুই দুস্ত এক মাতে, পরী সহ চলি পথে, দুস্ত মোরে করে জিজ্ঞা-
 সন, তিন ভ্রব্য দানবের, পরিস্থান কোকাকের, যত ইতি করিনু বণন * একে
 একে সব কথা, মনের সকল ব্যথা, দুস্তে কহি সর্ব সমচার ॥ এই রূপে
 পথে চলি, শুনহে ফাকির বলি, কেবুঝিবে কুদ্রত আল্লার * পথে গিয়া
 কিছু দূরে, দেখিনু পথের পরে, ঘরা কাক একযে মোদার ॥ কাকের
 মোদার হেরি, ইচ্ছিম পরখ করি, জোরে মস্ত পড়ি তিন বার *
 কাক কাক জিন্দা হল, লাস মোর পড়ি রইল, দুস্ত মোর পাইয়া সুযোগ ॥
 চাইয়া মোর লাস পানে, তিন বার ইচ্ছিম টানে, তাই মোর কপালে
 দুর্ভোগ * কাক পাখী আমি গাধা, দুস্ত হইল সাহাজাদা, দেখ দুষ্ট কোন
 কার্য করে ॥ নিজ লাস লয়ে ভণ্ড, কাটী করে খণ্ড খণ্ড, তার পর
 ফেলাইল দূরে * সব দেখে লীলাবতী, সুচতুরা ছিল অতি, দুস্ত মোর পরী
 লয়ে যায় ॥ কাক হয়ে উড়ি আমি, দুখঃ জানে অন্তর্যামী, কি করিব না দে
 খি উপায় * পরী সহ দুস্ত যায়, দেখা দিল বাপ যায়, যা বাপের খোসাল
 অন্তর ॥ পুত্র বলি তারা জানে, পরী কিন্তু মনে মনে, বিম্বাদিত থাকে
 নিরন্তর * পরী দেখি খুসী মনে, দুস্ত মোর পরীসনে, আমোদ আহলাদ
 করি ধরে ॥ পরী বলে একি রাত, কার্য দেখি বিপরীত, কেন তুমি
 ছুইলা আমারে * পরীর নিয়ম মত, করার করিলা কত, পারস্থানে যা
 বাপের সনে ॥

বৎসরেক ভিন্ন রবে, না ধারবে না ছুইবে, সেই কথা ভুলিলে কেমনে ।
 দুস্ত ভাবে মনে মনে, বোধ করি পরী স্থানে, সাহাজাদা করিল কারার ।
 বলে মাপ কর কন্যা, তুমিহে পরম ধন্যা, ভুল মাপ করহে আঘার । পরা
 বলে কেন ভ্রম, এক বৎসর এক ক্রম, না আসিও আমার মন্দিরে । তুমি
 থাক বহিবাগী, বাত জান এই খাটি, আমি থাকি মহল অন্তরে ॥ একপ
 মকর করি, আগিকে ডাকিল পরী, আমি তার বসিলাম হাতে । যত্নে বলে
 পরী মোরে যাও নাথ যাও দূরে, বৎসরেক থাকি যে তফাতে ॥ অন্য
 জীব ঘরা পাইলৈ, তখই ইচ্ছিম বলে, কর গিয়া কালেব বদল । না করিও
 চিন্তা মনে, আল্লা করে কোন দিনে, দুখঃ ঘুচে হইবে মঙ্গল ॥ মুন্সী
 হাফেজ উল্লা বলে, আওরত মকর বলে, কয়তে পারে অসাধ্য সম্বল ।
 মারীর হাফি জ্ঞান, সেক সাদা হররান, ধন্য মারী বুঝির কোশল ॥

খল সাহা কাক মারিবার ছল করে ও আমি কাক

দেহ ত্যাগ করিয়া তোতা পাখী হইবার বয়ান ।

পয়ার। আঙ্গুল ফুলিয়া দোস্ত হইয়া কলা গাছ ॥ খোদাকে মা ভয়
করে যানে আগ পাছ * কোটালে ডাকিয়া বলে শুনহে খবর ॥ যত কাক
পাখী পাও রাজ্যের ভিতর * সকল মারিয়া কর কাকের নিবংশ ॥ কুম্ভ
বধ হেতু যথা করে ছিল কংস * মুছাকে মারিতে যথা করে ফেরাউন
সত্তর হাজার শিশু করে ছিল খুন * যত ক্ষন খোদা সাহা কে মারিতে
পারে ॥ নিয়তির বাধ্য সব ব্রহ্মাণ্ডাভিতরে * আমাকে মারিতে পাপী
করে প্রাণপণ ॥ খোদার কুপায় মোর বাহল জীবন * কটু মনে বলে পাপী
করিতে প্রচার ॥ প্রতি কাকে পাঁচ টাকা পাবে পুরস্কার * রাজ্য যম কাক
বধ কাকের সম্মান ॥ কাক বধ মহা কার্য জীবিকা প্রধান * এক কাক
মারে যেই পাঁচ টাকা পায় ॥ কাক বা বিনে রাজ্যে অন্য কার্য নাই ॥
বিপন্ন হইয়া আমি রাজ্য ছাড় যাই * খোদাকে ডাকিয়া কান্দি যাব
আর কোথা ॥ হেন কালে চক্ষু দেখি মরা এক তোতা * খোদার দয়গায়
ভেজী সুকুর হাজর ॥ ইচ্ছিম পড়ি নু তবে জ্বারে তিন বার * কাক দেহ
মৃত ভাবে রহিল পাড়িয়া ॥ তোতা পাখী হইয়া আমি চলি নু উড়িয়া *
আল্লার কুদ্রত ভাই কে বুঝিতে পারে ॥ উপনীত হই নু গিয়া মিছির
সহরে * অতি শোভা ময় সেই মিছির সহর ॥ দোখনু মিনার তিন অতি
উচ্চতর * পিরামিড নাম তার ভূমনে প্রচার ॥ দূর থাক দেখা যায় মরি
কি বাহার * লোহিত সাগর তট অতি শোভাময় ॥ এখানে থাকিতে
মোর মনে সাধ হয় *

তোতা পাখী মিসরের বাদসার ছেলেকে

পড়াইবার বয়ান ॥

পয়ার। মিসরের বাদসার বড় নাম দার ॥ নারিকেল বৃক্ষ বহু হাউ-
লিতে তাহার * আম বাকর বহু এক বৃক্ষের বোটরে ॥ বহু দিন থাকি
তথা হারষ অন্তরে * একদিন সাজাদাকে উদ্ভাদে পড়ায় ॥ কোরান
গলদ পড়া সহ্য নাই যায় * বোটরে থাকিয়া আমি বৃক্ষের কোটরে ॥
শুদ্ধ ভাবে বাতাইয়া দিষ্ট সাজাদাকে * উদ্ভাদ সাগরিদ দোহে ডাঙবে
রাহিল ॥ উপর হইতে পড়া কেবা বাতাইল * এইক্ষণে শুক পড়া বাল

প্রতি দিনে ॥ আজাদা জানায় সব বাদসার সদনে ॥ সাহা বলে কি বলিষ
না সরে জ্বান ॥ তোতা পাখী কবে কোথা পড়িছে কোরান ॥ অবশ্য
হইবে কোন বাদসার নন্দন ॥ যাদু ইচ্ছিমের জোড়ে হইল এমন ॥ এ
বলিয়া আসে সাহা নিকটে আয়ার ॥ আস তোতা ভয় নাই বলে বার বার ॥
তোমাকে রাখিব আমি সুবর্ণ পিঞ্জরে ॥ বাদসাহী খানা দিব খাইবার
তরে ॥ ইচ্ছা যত যথা তথা যাইতে পারিবে ॥ কোন মতে কেহ কিছু
বাধা নাহি দিবে ॥ নির্ভয় হইয়া তবে বাদসাহের বাতে ॥ আল্লাকে
ডাকিয়া তবে বসি তার হাতে ॥ সুবর্ণের পিঞ্জরাতে পাইয়া আসন ॥
বাদসাহী খানা পান্য করিয়া ভোজন ॥ খুসি হালে এইরূপে কিছু দিন
যায় ॥ থাকিয়া পরম সুখে ভাবিয়া খোদায় ॥ বাঘের সাবক যদি হয়রে
দুর্বল ॥ শত ছাগালের কাছে তবুও মহাবল ॥ অগ্নি শিখা নিবে তবু
উর্দ্ধ দিকে গতি ॥ সাহার সাহানা খানা খাইবারে মতি ॥ এক মনে যেই
সাহা করিবে প্রার্থনা ॥ আল্লা তালা পূর্ণ করে তাহার বাসনা ॥ মুন্সী
হাফেজ উল্লা আমি জ্ঞান বুদ্ধি হীন ॥ মাপ কর দোষ খাতা যতেক মামিন ॥

মিছিরের বাদসার নিকট শঙ্খিনী পেশাকরের নালিশ

ও তোতা পাখী বিচার নিষ্পত্তি

করিবার রয়ান ।

পয়ার । দেল দিয়া শুন ভাই মুরাদ ফকির ॥ মিসরের রাজ্য ধানী
বড়ই খুশির ॥ যখন বাদসা বসে খাস দর বারে ॥ চারি দিক শোভা করে
চলিশ উজরে ॥ উজীর তাযাম তার বড় বুদ্ধিমান ॥ লোক মান হেঁকিম
নয় তাহার সমান ॥ উজীর লইয়া সাহা করেন বিচার ॥ দরবারে আমি
যাই সাতেতে তাহার ॥ সোনার পিঞ্জরে থাকি দর বারে বসিয়া ॥
সুবিচার দেখি সদা পিঞ্জরে থাকিয়া ॥ এক দিন মহা ধুম ধাম বসিছে
দরবার ॥ শঙ্খিনী নামেতে আসে এক পেশাকর ॥ সাহি দরবারে
বেশ্যা করে ফরিয়াদ ॥ কাছিমদ্দি নামে মর্দ ঘটাইল ফছাদ ॥ শত করা
দশ টাকা সুদ প্রতি মাসে ॥ দিবে শত টাকা নিল মোর পাশে ॥
তিন বৎসরের মধ্যে করবে আদায় ॥ অন্যথা মর্যাদ যদি গত হয়ে যায় ॥
এক সের মাংস আমি তাহার বুকের ॥ কাটিতে পারিব এছা সর্ভদলীলের ॥
মর্যাদ অতিত হলে টাকা নাহি দিবে ॥ এক সের মাংস কাটা এক্তিয়ার হবে ॥

চারি বৎসরের বেশী গত হয়ে যায় ॥ সুদ ও আসল কিছু নাহিক আসল *
 তলব করিয়া তারে কহ জাহাপনা ॥ কাটিব বুকের মাংস মনের বাসন *
 বেশ্যার নালিশ মতে তবে মহিপাল ॥ আসামী আনিতে ভেজে তখনি
 কোটাল * কিছু পরে আসামিকে করিল হাজির ॥ বেশ্যায় দাখিল করে
 দলীল নাজির * সাহাবলে কছিমাদি কি তব জবাব ॥ কর্জ টাকা নাহি
 দেও কেমন স্বভাব * সত্য সত্য দলীলের কিয়া মিথ্যা দাবী ॥ কি কহাব
 দিতে চাও বলহে সিতাবী * দুঃখি খাণি কছিমাদি জোর করি হাত ॥
 শত বার বাদসারে করে প্রনি পাত * মিছানা বলিব আমি শুন জাহাপনা ॥
 যথার্থ দলীল ইহা সত্য ও ঠিকানা * এক বাক্য মিথ্যা নহে এই দলীলেরা
 কি করিব জাহাপনা মোর ভাগ্য ফের * অভাবে স্বভাব নষ্ট শাস্ত্রের বচন ॥
 অভাবেতে এই দশা শুনহে রাজন * শঙ্খিনী নারাজ আছে আমার উপর ॥
 বদ কামে আমি আছি সদাই কাতর * শঙ্খিনীর প্রেমসখা ছিল এক জন ॥
 রোজ রোজ দিত সেই বহুতর ধন * পাপের বিষম ফল
 দুঃখের ভর ॥ দেখাইয়া তারে করি বান্ধিক প্রবর * এখন তাহার আর
 নাই পূর্ব ভাব ॥ কুপথে না চলে হ'ল সাধুর স্বভাব * এই জন্য শঙ্খিনীর
 মনে মনে ক্রোধ ॥ কলে ও কৌশলে মোর লবে প্রতিশোধ * সাহা বলে
 দলীলের সত্য মান তুমি ॥ এই সব বাজে কথা নাহি শুনি আমি * হুকুম
 করিল সাহা শঙ্খিনী বেশ্যারে ॥ যাও মাংস কাটি লও দিলাম বিচারে *
 কছিমাদি আর তার আত্মীয় স্বজন ॥ কানিয়া বেশ্যারে বলে বিনম্র বচন *
 মাপ দেও মহাজন এই দরিদ্রে ॥ লাচার গরিব এই না খাইয়া মরে *
 এর বুক কাট যদি ঘটিবে মরন ॥ কিরূপে বাচিবে বল এর শিশু গণ *
 বেশ্যা বলে টাকা মোর রক্তের সমান ॥ যে না দেয় শত্রু সেই বাধর
 পরাণ * কছিমাদি কান্দে শুনি করি হাস হাস ॥ বন্ধু বান্ধব সবে কান্দে
 উত্তরায় * পাত্র মিত্র যত সব সভাসদ গণ ॥ অধীর হইয়া সবে করয়ে
 রোদন * মহাকান্না কাণি হয় জুড়িয়া দরবার ॥ তথাপি নাহিক গলে
 অন্তর বেশ্যার * ধিক্ ধিক্ সুদখোর নীচাশয় মন ॥ নরান্দ্র পশু নাই
 তোমাদের মতন * কুসিদ গ্রহণে আত্মা অতি নীচ হয় ॥ পরদুখে কিছু
 মাত্র গলে না হৃদয় * অন্তর কঠিন হয় যেমন পাথর ॥ একারণে সুদ
 বানা কোরাণ ভিতর * সুদ সুরা জিনা কিনা জানিবে সমান ॥ করিবে
 কর্জন সদ ভাই মুসল মান * কোরাণেতে মহা পাপ কুসিদ গ্রহণ ॥ কর



বার লিখা আছে করিতে বর্জন * অধিক কুসিদ লওয়া হিন্দু শাস্ত্রে গাপ
 সুদ খোর কোন দিন নহেক নিন্দাপ * ইঞ্জিল কিতাবে সুদ ঘৃণার বিষয় ॥
 সুদের কারনে অতি অত্যাচার হয় * এখন কলির শেষ ধর্ম্য ধর্ম্য নাই ॥
 আজ কাল সুদ খোর সব জাতি ভাই * কালী পুর যায় লোক সুদ আত্মা
 চারে * খাল ঘটি লোটা বাটি বাড়ী বিক্রি করে ॥ সুদের প্রকোপে দেশ
 হইল উজার ॥ টাকা লগ্নি মহা কার্য জীবিকা সবার * অতিরিক্ত সুদে
 দেশে শব্দ হাহাকার ॥ সুদ না কমিলে দেশ যাবে ছার খার * সদাশিব
 ইংরেজের সুশাসন বলে ॥ অত্যাধিক সুদ আর নেওয়া নাহি চলে *
 টাকা প্রতি আধ আনা হইবে মঞ্জুর ॥ গরিবের পক্ষে ইহা মঙ্গল প্রচুর *
 সরকারী লোন আফিসে হয় উপকার ॥ অল্প সুদে গরিবেরা করে কার্যো-
 দ্ধার * স্থানে স্থানে লোন আফিস করিয়া স্থাপন ॥ রাজা রানী দরিসেরে
 করিছে পালন * সুদ জিবী যত সব রক্ষস সমান ॥ ইংরেজের সুবিচারে
 আছে ম্রিয় মান * গরিবের মাতা পিতা বৃটিশ ভূপতি ॥ রাখিবেন সুমজুর
 গরিবের প্রতি * রোদনের মহা ধুম পড়িছে দরবারে ॥ পিঞ্জিরায় থাকিয়া
 আমি কহিনু সাহারে * ইহাত বিচার নয় শুন নাযদার ॥ হুকুম করিলে
 আমি করি সুবিচার * সাহা বলে বেশ কথা করহে ফয়ছল ॥ সুবিচারে
 ভুট্ট আমি দেশের মঙ্গল * তখন কহিনু আমি বেশ্যারে ডাকিয়া ॥ এক
 সের মাংস তুমি লইবে কাটিয়া * দলীলের সত্ত্ব মত মাংস কাটি লবে ॥
 সাবধান রক্ত পাত কভু না করিবে * রক্ত পাত কর যদি লইব গর্দান ॥
 সত্ত্ব মত কাজ কর হইয়া সাব ধান * এ কথা শুনিয়া বেশ্যা মনে
 পেয়ে ভয় ॥ নত শির হয়ে রহে কথা নাহি কয় * বেশ্য বলে তোতা
 ঘোর কৈল সর্বনাশ ॥ সাহাবলে সুবিচার সাবাস সাবাস * কবি বলে তাকী
 ঘোড়া হীন যদি হয় ॥ শত শত গাধা তার কাছে কিছু নয় * টিনের খাণ্ডের
 মধ্যে তরবারী ধার ॥ যাকালের ভিতরেতে নিতান্ত অসার * তোতার
 ভিতরে রুহ বড় সক্তি বান ॥ মিসরের সাহা নহে তাহার সমান * ॥

শঙ্খিনীর তেতাকে ধরিয়া খাইবার চেফা ও তোতার

মুক্তি লাভ ও শঙ্খিনীর দেব ভক্তির বয়ান ।

পর্যায় ।

শুনহে মুরাদ ভাই দুখঃ সমাচার ॥ নূতন বিপদ ঘটে করিয়া বিচার * ॥

শাজ্জিনী বাটীতে গেল বিষয় অন্তরে ॥ আমাকে সে নানা রূপ অভিশাপ
করে * কুটিল কুলটা জাতী সব ফাঁকী জানে ॥ আমাকে ধরিতে ফাঁদ
ধর করে মনে * তাহার ইয়ার ছিল দুষ্ট এক জন ॥ তাহাকে করিল
বাধ্য দিয়া প্রলোভন * জয়নব লোভে করু হুছেনে সংহার ॥ জিয়ার
কুফাতে লোভে করে কি ব্যাপার * জিনাকার শাজ্জিনীর লোভেতে
পরিসা ॥ আমাকে তাহার হাতে দিলেক ধরিসা * আমাকে পাইয়া বেশ্যা
বলে ক্রোধ ভরে ॥ ওগো বিধি দাসী মার এই যে তোতারে * এই
তোতা সর্ব নাশ করিল বিচারে ॥ খাইব ইহার মাংস দেও ভাজা করে *
আমি যাই নদী ঘাটে করিতে গোছল ॥ তুমি তোতা ভাজা কর
বিলম্বে কি ফল * একথা বলিয়া বেশ্যা নদী তটে যায় ॥ খোদাকে
ডাকিয়া কান্দি না দেখি উপায় * বুঝিলাম জীবনের নাই বুঝি আশা ॥
খোদা তাল। এক মাত্র বিপদে ভরশা * সঙ্কটে পারিছি খোদা না দেখি
উপায় ॥ লীলাবতী কোথা রৈল যা বাপ কোথায় * হেন কালে বিধি
দাসী ছুড়ি লয়ে হাতে ॥ রাগ ভরে দাড়াইল আমাকে বধিতে * লম্বা
পাখা কত গুলি ফেলিল ছিড়িয়া ॥ তখন বিধিকে বলি যিন্মতি করিয়া *
পরানে বাচাও বিধি তোর পায় ধরি ॥ যুরূগের বাচ্ছা আনি দেও ভাজা
করি * শাজ্জিনী হইবে খুশী বাচিব পরানে ॥ উপকার পাবে আমি থাকিলে
জীবনে * শাজ্জিনীর যত আছে টাকা কড়ি ধন ॥ কোশলে তোমারে সব
করিব অর্পন * তোমাকে করিব হেথা সর্ব অধিকারী ॥ দোহাই তোমার
বিধি দেও মোরে ছাড়ি * সাহাজাদা লোভে করিল বন্ধন ॥ পুনঃ দেখ
বিধি লোভে করিল মোচন * যিন্মতি ও নানা রূপ প্রলোভনে পারি ॥
খোদার মেহেরে মোরে বিধি দিল ছাড়ি * লোভেতে সাধন হয় কার্য
অসম্ভব ॥ লোভে পারি কিনা করে অবোধ মানব ॥ লোভেতে ডুবরী নামে
সমুদ্রের জলে ॥ লোভেতে খনির কুলি নামেরে পাতালে * লোভে কেহ
নিজে মরে কিম্বা কারে মারে ॥ লোভের অপার খেলা এ বিশ্ব সংসারে *
যিন্মতি শুনিয়া বিধি দিল মোরে ছাড়ি ॥ ছিড়া পাখা লয়ে আমি
উরিতে না পারি * শাজ্জিনীর ছিল এক পুজার মন্দির ॥ কোন মতে
সেই খানে হইল হাজির * মূর্তির উপরে আমি থাকি লুকাইয়া ॥ এদিকে
শাজ্জিনী আসে গোছল করিয়া * মুরগীর বাচ্ছা ভাজা বিধি দিল তারে ॥
শাজ্জিনী খাইল ভাজা হরিষ অন্তরে * রোজি রোজি যায় বেশ্য পুজার

মন্দিরে ॥ দুখ কলা ভোগ দেয় তার দেবতারে * মুখে মুখে দেব
নাম অন্তরে গরল ॥ এক রূপে হইবে বল সাধনা সফল * যখন
চলিয়া যায় করি উপাসনা ॥ দুখ কলা খাই আমি শঙ্কিনী জানেনা *
প্রতি দিন ভোগ দেয় যত দেবতারে ॥ খাইল দেবতা ভোগ পার
দেখিবারে * তুষ্ট হইয়া করে প্রসাদ গ্রহণ ॥ দেবতার সুনজরে অতি
তুষ্ট মন * ভাল ভাল ভোগ দিয়া করে আরাধনা ॥ সংসার করিতে
ত্যাগ জানায় বাসনা * লুকাইত ভাবে আমি কহিনু তখন ॥ শুনহে
শঙ্কিনী বেশ্যা আমার বচন * যে ভাবেতে কর তুমি আমার অর্চনা ॥
যহা তুষ্ট আছি দেখি তব আরাধনা * সহরে তোমারে লরে যাব স্বর্গ
পুরে ॥ খাটি ভাবে কর দিন থাক গিয়া ঘরে * একথা শুনিয়া বেশ্যা
হরিষ অন্তর ॥ বিধি কাছেতে গিয়া জানায় খবর * তিন বেলা ভোগ
দেয় মহা আরম্ভে ॥ তিলক করিয়া খালী মালা জপ করে * অন্তরে
অমুর বুদ্ধি গলে মালা ধরে ॥ বিড়াল তপস্বী বহু আছেরে সংসারে *
মনে সদা পাপ কার্য মুখে দেব নাম ॥ কেমনে হইবে পূর্ণ তার মনস্কাম *
একদিন বেশ্যা আসি উপাসনা করে ॥ কহি আমি দৈব বানী লক্ষ্য করি
তারে * তোমার কান্দনে টলে আমার আসন ॥ তোমারে করাব এবে
স্বর্গ আরোহণ * তোমার সর্বস্ব যত টাকা কড়ি ধন ॥ দলীল লিখিয়া
কর বিধিকে অর্পন * বৈষ্ণবের বেশ ধর মাথা মুড়াইয়া ॥ নাকে মুখে দাগ
দেও সাত্ত্বিক হইয়া * বেশ্যার সৌন্দর্য যত সব কর ছর ॥ তবেত
উঠাইয়া আমি লব স্বর্গ পুর * বিধিকে সর্বস্ব গিয়া করি আস দান ॥
তার পরে আস স্বর্গে করিব প্রস্থান * শঙ্কিনী শুনিয়া সব তুষ্ট অস্তর ॥
বিধিকে ডাকিয়া বলে শুনহে খবর * সুখ নাই কিছু মাত্র এপুড়া সংসারে ॥
সকল ছাড়িয়া আমি যাব স্বর্গ পুরে * বাড়ী ঘর জাগা জমি ধন টাকা
কড়ি ॥ সর্বস্ব ছাড়িয়া যাব তোকে দান করি * সরগ দেখিয়া যদি আসি
পুনরায় ॥ আমার সকল বস্তু দিবেলো আমার * বিধি বলে একি কথা
ওগো ঠাকুরানী ॥ স্বর্গে গিয়ে ফিরে আসে কভু নাহি শুন * বেশ্যা
বলে শাস্ত্র যোর নাহয় প্রত্যয় ॥ স্বর্গে গিয়া ঘুচাইব মনের সংশয় *
একিন বিশ্বাস জান ধর্ম কার্যে বল ॥ বিধি বলে শাস্ত্র পাঠে নতুবা কি
ফল * বেশ্যা বলে ঠিক এবে করিয়াছ মন ॥ আরনা আসিব স্বর্গে করিব
গমন * বিধিকে দলীল লিখে সব করে দান ॥ দাগ দিয়া কুৎসিত করে

মুখ কান * কুরুপ কদর্য হয় মাথা মুড়াইয়া ॥ মণ্ডপে চলিল বেশ্যা
কান্দিয়া কান্দিয়া * মন্দিরে আসিয়া মোরে করে নমস্কার ॥ বিদায় করিতে
বিধি সঙ্গে আসে তার * লম্বা পাখা যত মোর বিধি ছিড়েছিল ॥
এত দিনে নয়া পাখা আমার হইল * এখন উড়িতে পাড়ি অতি বেগ
উরে ॥ তখন कहিনু আমি শঙ্খিনী বেশ্যারে * যেই তোতা তোরে বেশ্যা
হারাইল বিচারে ॥ যাহারে খাইলে তুই সাথে ভাজা করে * সেহ তোতা
আজ তোরে নিবে শর্গ পুর ॥ পাপিনা শঙ্খিনী তুই হইয়া যালো ছুর *
শঙ্খিনীর ধন লয়ে বিধি থাক সুখে ॥ চলিলাম এবে আমি ইরান মুন্সুকে *
শুন বিধি তোর সনে ছিল মোর পণ ॥ দিব তোরে কোণলেতে শঙ্খিনীর
ধন * শঙ্খিনীর টাকা কাড়ি ধন বাড়ী ঘর ॥ মালিক হইলে তুই সবার
উপর * এবলিয়া উড়ি আমি আল্লা ভাবি মনে ॥ বাসনা কখন যায়
লীলার সদনে * বৎসরেক কাল দেখ হয়ে গেল পার ॥ এখন ইরানের
যাওয়া অতি দরকার * বৎসরের তরে পরী দিয়াছিল ফাঁকী ॥ শেষ
হয়ে গেল আর বেশী নাই বাকী * বিপদ ভঞ্জন খোদা থাকিও সহায় ॥
লীলা ও আমার কর যুক্তির উপায় * এ বলিয়া আমি মিসর ছাড়িয়া ॥
ইরানে যাইব বলি ইলাহি ভাবিয়া *

পরীজাদী লীলাবতী ভেড়ার যজ্ঞ করিয়া খল সাহাকে

ভেড়া করে ও রওসনমুল্লুক ইচ্ছিমের োড়ে

তোতা হইতে নিজ দেহ পাইবার বয়াণ ।

পয়ার । বেশ্যার মন্দির হইতে হইয়া বাহির ॥ বেগভরে উড়ি মন্দির
ধনুকের তীর * কত দেশ নদ নদী দুস্তর সাগর ॥ পর্বত জঙ্গল বন কত
যে সহয় * কত দেশ উপদেশ কত উপত্যকা ॥ উড়িয়া হইলু পার
কেকরে ভূমিকা * উপনীত হই গিয়া ইরান সহরে ॥ আল্লা ভাবি
পছলাম লীলার মন্দিরে * হইয়াছি তোতা রূপ বাঞ্চল মনেতে ॥
যতনে রাখিল মোরে নিজ মন্দিরেতে * লীলাবতী বলে নাথ আছিলে
কোথায় ॥ বৎসরেক কাল দেখে গত হয়ে যায় * বিবাহের লাগিয়াছে
মহা ধুম ধাম ॥ থাক দেখি পূর্ণ হবে এবে মন স্কাষ * তিন দিন বিবাহের
বৈল যদি বাকী ॥ লীলাবতী সাহাজাদাকে দিল এক ফাঁকী * ডাকাইয়া
বলে তারে পরী লীলাবতী ॥ বেহুস নাদার তুমি অতি ভুল্যমতি *

মনে নাই পরিস্থানে করিলা করার ॥ বিবাহের পূর্বে যজ্ঞ করিবা ভেড়ার *
 এক শত এক ভেড়া এক রং চাই ॥ অন্যথায় কোন মতে যজ্ঞ হবে নাই
 বিবাহ না হবে মোর কভু যজ্ঞ ছাড় ॥ সত্বর যোগার করি আন সব ভেড়া *
 খল সাহা বলে প্রিয়া ভুল হইল মনে ॥ মাপ কর ভেড়া সব আনিব
 এক্ষণে * শত শত লোক ভেড়ে ভেড়ার কারণ ॥ এক শত এক ভেড়া
 আনিব তখন * সব ভেড়া রাখে লীলাবতীর মন্দিরে ॥ বিবাহের দিন
 তবে উঠিয়া ফজরে * লীলাবতী পালঙ্কেতে বসিলেক তবে ॥ আমাকে
 নিকটে রাখে লুকাইত ভাবে * পরী বলে প্রান নাথ থাকিহ গোপনে ॥
 সুযোগ পাইলে কার্য্য করিও সাধন * খল সাহা মৃত ভেড়া যদি জিন্দ
 করে ॥ ইচ্ছিম পড়িয়া যাবে নিজ কলেবরে * একথা कहিয়া পরী কি কা
 করিল ॥ নাকেতে টিপিয়া এক ভেড়াকে মারিল * খল সাহা ছিল তবে
 বাহির দরবারে ॥ খবর পাঠাইয়া পরী আনিব তাহারে * লীলাবতী
 বলে যজ্ঞ করিব এখন ॥ এখানে থাকিয়া কর যজ্ঞ দরশন * সাহাজাদা
 বসে তবে কুরছির উপরে ॥ দেখিতে লীলার যজ্ঞ হরিষ অন্তরে * তার
 পরে যজ্ঞ পরী করে আরম্ভণ ॥ প্রথমে আল্লার নাম করিল স্বরন * মনে
 মনে বলে কন্যা আল্লা হক নাম ॥ সহায় থাকিয়া পূর্ণ কর মনস্কাম *
 যজ্ঞ উপলক্ষ্য করি তোমার মেহেরে ॥ স্বামীকে সুযোগ দিব যাইতে
 কলেবরে * ভেড়া যদি হয় পাপী পরি প্রলোভনে ॥ নিজ কলেবরে স্বামী
 যাইবে তখনে * মনে মনে লীলাবতী করে মনাজাত ॥ বসিলেন
 সাহাজাদা গালে দিয়া হাত * আসনে বসিয়া দেখে বহু কুলক্ষণ ॥ বায়
 চক্ষু ঘন ঘন হইল কম্পন * নাকেতে দক্ষিণ স্বর নিত্যন্ত নিশ্চল ॥
 ধর ধর করে বুক শরীর দুর্বল * কমরের নিম্ন ভাগে যথা গুহ্য
 দ্বার ॥ টীক্ টীকি পরিল তথা হুকুমে খোদার * উড়িয়াবসিল
 ঘাছি দক্ষিণ চক্রেতে ॥ কুলক্ষণ দেখি সাহা চিত্তিত মনেতে *
 গালে হাত দিয়া বসে বিরস বেদন ॥ হেণকালে লীলাবতী হাস্য
 সম্ভাষণে * বলে নাথ কেন আজি বিরস বদন ॥ কি আনন্দ
 আজি হবে বিবাহ বন্ধন ॥ সহিয়াছি বৎসরের কষ্ট দীর্ঘ কাল ॥
 আল্লা চাহে আজি সব শুচিবে জঞ্জাল * দুঃখের তাপেতে দহ
 এ পোড়া অন্তর ॥ শীতল করিব আজি বিবাহের পর * শীঘ্র যজ্ঞ নাথ
 করি সমাপন ॥ বিবাহ হইলে হবে দুঃখ নিবারণ * এ বলিয়া এক ভেড়া

কন্যা তবে ধরে ॥ মস্তকেতে ফুক দিয়া মস্তকপ কর * মস্ত শেষ করি
ভেড়া ফেলায় বাহিরে ॥ অন্য ভেড়া পূর্ব রূপ আনি মস্ত পড়ে *
মস্ত শেষ করি ভেড়া নেয় বাহিরেতে ॥ অন্য ভেড়া দেয় দাসী লীলার
হাতেতে * এই রূপে একে একে সব ভেড়া আনে ॥ মস্তশেষ হলে দাসী
রাখিছে উঠানে * একে একে শত ভেড়া হইয়া গেল পার ॥ বাকী বৈল
এক ভেড়া মস্ত জপিবার * বাকী ভেড়া প্রতি পরী করিয়া নজর ॥ হায়
হায় করিয়া পরোধার উপর * লীলাবতী কেন্দে কেন্দে সাজাদারে কয় ॥
যজ্ঞ সমাপন করা হইল সংশয় * এই দণ্ডে যজ্ঞ যদি নাহি হয় শেষ ॥
তবেত কপালে আছে দুর্গতি অশেষ * আর এক বৎসরের ভাগ্য
বিরম্বনা ॥ বিবাহ না হবে রবে মনের বাসনা * সাহাজাদা ইহা শুনি বিরম্ব
অন্তর ॥ পালঙ্কের নীচে দেখে করিয়া নজর * মাটিতে পতিত ভেড়া
আছে মৃত ভাবে ॥ না হইবে যজ্ঞ শেষ ভেড়ার অভাবে * পরী বলে যদি
ভেড়া দণ্ডকের তরে ॥ জীবিত হইয়া থাকে মাটির উপরে * যজ্ঞমস্ত
যদি শেষ করিবারে পারি ॥ তার পরে যদি ভেড়া যায় নাথ মরি *
তাহাতে ও ক্ষতি নাই কার্য সিদ্ধি হবে ॥ বিবাহেতে কিছু মাত্র বাধা
না ঘটিবে * একথা শুনিয়া তবে সাহাজাদা কয় ॥ এর জন্ত কেন কন্যা
কর এত ভয় * তাজ্জব ইচ্ছিম এক আমি কন্যা জানি ॥ ইচ্ছিমের জোরে
ভেড়া উঠাবে এখনি * শুন কন্যা যতক্ষণ ভেড়া জিন্দা রবে ॥
মৃত ভাবে মোর লাস পরিয়া রহিবে * তুমি মস্ত জপ কর এই অবসরে ॥
শেষ কর যজ্ঞ কন্যা হরিষ অন্তরে * তার পরে তিন বার ইচ্ছিম
পড়িব ॥ পলকেতে নিজ দেহে প্রবেশ করিব * পড়িয়া রহিবে ভেড়া
হইয়া মোর্দার * কৌশলেতে যজ্ঞ কার্য হইবে উদ্ধার * এ যুক্তি
শুনিয়া কন্যা আনন্দিত মন ॥ তোতা পাখীরূপে আমি থাকিয়া গোপণ *
শুনিয়া সকল কথা তুষ্টিত অন্তরে ॥ সুযোগ তালাস করি মস্ত
জপিবারে * কন্যা কহে সাহাজাদা নাহি সহে দেড়ি ॥ জিন্দা কর মরা
ভেড় তন্ত্র মন্ত্র পড়ি * কথা মাত্র খল সাহা ইচ্ছিম পড়িয়া * ॥
ভেড়ার লাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া * মরা ভেড়া জিন্দা হইয়া
দাড়াইয়া রয় ॥ হাসিতে হাসিতে কন্যা যজ্ঞ মন্ত্র কয় * সময় বুঝিয়া
আমি ডাকিয়া আলারে ॥ আসি নু নিজের দেহে ইচ্ছিমের জোরে *
খল সাহা দৃষ্ট মোর হয়ে গেল ভেড়া ॥ তোতা রূপে ছি নু আমি সাহাজাদা

বেচারী * কোথায় বিবাহ হবে পরী জাদী সনে ॥ কত সুখ ভোগ হবে
আশা ছিল মনে * নামে খল কাজে খল দুর্বোধ পামর ॥ অন্তিমে দুর্দশা
দেখ ঘটিল বিস্তর *

পয়ার : প্রবন্ধে মুগী হাফেজ উল্লা কয় ॥ সত্যের বিনাশ নাই
জানিও নিশ্চয় * খোদার রহম আছে যাহার উপরে ॥ লক্ষ্য কোটী
শত্রু তার কিকরিতে পারে *

তোতা নিজ দেহে আসিলে ও খল সাহা ভেড়া হইলে
লীলাবতীর ও সাহাজাদার মা বাপের সাহাজাদার
দুঃখ বিবরণ শুনিয়া আপসোস করিবার বয়ান ।

একাবলী ।

মন দিয়া শুনহে মুরাদ ভাই ॥ কত কষ্টে নিজ দেহ আমি পাই * পায় ধরি
লালা কান্দে খুসিতে ॥ আমিও কান্দয়া পরি মাটিতে * ক্ষণে হাসি ক্ষণে
কান্দি দুজনে ॥ ক্ষণে চেয়ে থাকি চারি নয়নে * কত ক্ষণ দুজনের এই
হাল ॥ দেখিয়া দাসীরা ভাবে কি জঞ্জাল * কি কারনে দোহে হল
দেওয়ানা ॥ না বুঝি কারণ অতি ভাবনা * বাদসা ও বেগম কাছে দাসী
কয় ॥ কি হইল সাহাজাদার লাগে ভয় * কত হাসে কত কান্দে দোহেতে ॥
কখন গুইয়া পরে মাটিতে * আমার মা বাপ ইহা শুনয়া ॥ তাড়া তাড়ি
আসে সবে দৌড়িয়া * আমারে আসিয়া করে জিজ্ঞাসন ॥ কি হইল
বল শুন বাছাধন * যে রূপেতে কাক হয়ে কষ্ট পাই ॥ তোতা হয়ে
যে রূপে মিসরে যাই * যে রূপে শাজানী হারে বিচারে ॥ যে রূপে
ধরিয়া নিল আমারে * পরি নামে শাজানীর যে দশা ॥ তার ভাগ্যে যত
রূপ দুর্দশা * যে রূপে উড়িয়া আসি ইরানে ॥ করিল ভেড়ার যজ্ঞ
এখানে * যে হালে গেলাম নিজ দেহেতে ॥ খল সাহা ভেড়া হয় যে
রূপেতে * তিন দ্রব্য দানবের কাছে পাই ॥ যেই হালে পরিহানে চলি
যাই * ইতি আদি সব করি বর্ণনা ॥ শুনিয়া মা বাপে করে কান্দনা *
লীলাকে মা বাপে করে আশীর্বাদ ॥ মাপ কর আমাদের অপরাধ *
এত দিন চিনি নাই ভাগ্য ফের ॥ তুমি মা ঘরের লক্ষী আমাদের *
ধন্য মাগো তোমার বুদ্ধির বল ॥ রোসনে বাচালে করি কি কৌশল *

খলধূর্তে তুমি মাগো কৈলে বশ ॥ ইহ কালে পর কালে রবে যশ *
 রওসন চিরস্থানি তোমার পায় ॥ অমর হইলা মাগো এধরায় * শোধিতে
 নারিব যোরা তব ধার ॥ সুখে থাক আশীর্বাদ যাত্র সার * হাফেজ উল্লা
 মুন্সি আল্লা ভাবি কয় ॥ ধন্য সতী পতি ভক্তি সর্বজয় * সুখে দুঃখে
 স্বামী ভক্তি যে জানে ॥ সেই সতী সর্ব ধন্য ভূষনে * স্বামী যার মন
 দুঃখে দুঃখিত ॥ সে নারী দুঃখে যাবে নিশ্চিত * নারীর বেহেস্ত স্বামীর
 পদতল ॥ আওরতের স্বামী সেবা মোক্ষফল * থাকী ভাবে স্বামী
 সেবা যে করে ॥ সে নারী বেহেস্তে যাবে আখেরে *

ভেড়াকপী খল সাহাকে প্রতি মুছাফের ঝাটা দিয়া সাত বাড়ী
 মারিবার হুকুম দেওয়া মুরাদ সা ফকিরের মনের ভাব
 প্রকাশ করিবার বয়ান ।

পয়ার । এইরূপে তোতা হইতে নিজ কলেবরে ॥ আসিলাম কোশ-
 লেতে আল্লার মেহেরে * ভেড়াকে বান্ধিনু এক লোহার শিকলে ॥ ধর
 ধর মার মার সকলেতে বলে * কেহ মারে কীল ঘুসি কেহ লাথী মারে ॥
 অপমান করে সবে বিশেষ প্রকারে * কেহ বলে খল সাহা বেওফা বদ-
 কার ॥ করিব উচিত মত সাজাই তাহার * নামে খল কাজে খল ওরে
 দুষ্ট ভেড়া ॥ বিষের কলসে যথা মুখে দুধ ভড়া * সুদিনের দুষ্ট তুমি
 অতি স্বার্থ-পর ॥ হাজার লামত ধিক তোমার উপর * বসন্তে কোকিল
 অতি রঞ্জে ঢংএ ডাকে ॥ শীত ও বর্ষা কোথা পলাইয়া থাকে * সুসময়ে
 অনেকেই বন্ধু নাম ধরে ॥ বিপদে ভেড়ার মত চলি যায় দূরে * খল ও
 শঠের সনে যে করে মিত্রতা ॥ বিপদে ভেড়ার মত পাবে কপটতা * মুখে
 মধু মনে বিষ বন্ধু সব ভবে ॥ সাবধান! হেন বন্ধু সর্বদা ত্যাজিবে * এই
 কথা লোকে যাতে শিখিবারে পারে ॥ ভেড়াকে বান্ধিয়া রাখ সাহী দর-
 বারে * ভেড়া ঝাটা দুই নিয়া বান্ধিয়া খোটাতে ॥ বাদসার হুকুম লিখি
 এক নোটিশতে * যেই জন এই পথে হবে রাহাদার ॥ ঝাটা দিয়া শিক
 বাড়ী কপালে ভেড়ার * মারিয়া মানিবে সবে সাহার করমান ॥ না মানি-
 লে সাহাজাদা লইবে গর্দান * এখন মনেতে ভাই বুঝহ ফকির ॥ কেছা
 ভেড়া বটে ইহা মর্দুদ বেপীর * মুরাদ ফকির ইহা শুনি তবে কয় ॥ বড়

আপসোসের কথা ভেড়ার বিষয় * বড়ই বেওফা ভেড়ানাদান বেইমান *
 উচিত সাজাই সাহা করিলে কি বিধান শঠের মিত্রতা সাহা জলের লিখন
 পলকেতে নাহি থাকে কিছু নিদর্শন * পণ্ড পাত্রে জন সম খনের
 পিরীত ॥ পরিণামে পরিতাপ হিতে বিপরীত ॥ মুখে হাসি মন সদা
 হিংসাকেশে ভরা ॥ এমন কপট গিত্রে পূর্ণ ভাই ধরা * আল্লা তালা এক
 মাত্র ত্রিজগত পতি ॥ সেই সকলের বন্ধু অগতির গতি * তার সনে
 বন্ধু ভাব করহে স্বাপন ॥ জীবনে মরনে সাথী হবে সেই জন * শঠের
 প্রণয়ে ভাই অন্তিমতে ফাকি ॥ দেখিয়াছি কত মতে কিছু নাহি বাকি *
 ভোগিয়াছি কত কষ্ট এ পোড়া জীবনে ॥ বলিলে না শেষ হবে আল্লা
 তালা জানে * নারি জাতি জানে কত কপট ছলনা ॥ খল সঠি মিত্রে
 কত জানে প্রতারনা * কুটিল জটিল ভাব মুখে ভালবাসা ॥ পরিণামে
 পলায়ন দিয়া কত আশা * বুথা এ ভবের খেলা বুথা ঘর বাড়ী ॥ সে কারনে
 আমি ভই পথের ভিকারি * কপট ছলনা জালে পরিয়া নারীর ॥ সিংহা-
 সন ছাড়ি আমি পথের ফকির * মান মাতা তুচ্ছ সব রাজ্য সিংহাসন ॥
 যথা তথা ভ্রম করি জীবন যাপন * মুন্সি হাফেজ উল্লা কহে শুনহে
 ফকির ॥ মিছা কেন হও তুমি ভবিয়া অশ্বর * যেছা কর্ম তেহা
 জান সংসারের ফল ॥ দুষ্টামি ভণ্ডামি খালি সমতানের বল * সত্যের
 বিনাস নাই জানিও নিশ্চয় ॥ অসত্যের পরিণানে হবে পরাজয় *

সারেরের আরজ ও পরিচয় ।

পয়র । শুনহে মমিন ভাই শুন মন দিয়া ॥ উপদেশ কি পাইলে
 নিতাব পাড়য়া * খোদার কুদ্রত বুঝা যতেক মমিন আল হামদো লিল্লাহে
 রব্বিল আ মিন * ভাগ্যে যাহা আল্লাতালা করিল বন্ধন ॥ কার সাধ্য
 আছে তাহা কারতে খণ্ডন * মুহ নবিজোর বেটা ছিলেন কেনান ॥ পেগা-
 স্বর জাদা হইয়া দোজখেতে যান * মুহ নবা কত মতে বুঝাইল
 তাহানে ॥ আল্লার হুকুম ভাই খণ্ডায় কেমনে * আল্লার পিয়ারা নবী মুছা
 পেগাস্বর ॥ কারুন তাহান ভাই দুজক ভিতর * নমরুদ দাগাবাজ ফকির
 সমতান ॥ কি খারেতে তার বেটী হইল মুসলমান * খোদার কলম রদ
 কে করিতে পারে কুদ্রত কোমাল পাক এ বিশ্ব সংসারে * বদ কারের-

দেখ ভাই কেছা পরিণাম ॥ আখেরেতে ভেড়া হয়ে গেল জাহান্নাম *
 নেকী কামে খোদা খুসী বদীতে কাতর ॥ উজীর জাদায় পরে দিলেন
 কহর * ভেড়া রূপে আজিবন পায় অপমান ॥ শাবধান বদ কামে ভাই
 মুসলমান * লীলাবতী পরী সত্য পতি ভক্তি করে ॥ পতি ছাড়া গতি
 নাই বুঝিল অন্তরে * পতি ছাড়া তুচ্ছ ভাব সকলের প্রতি ॥
 বিপদে খোদাকে কষ্টা ডাকে দিবা রাতি * অগতির গতি খোদা দুর্ব-
 লের বল ॥ এক মনে ডাকে যেই পাইবে সুফল * রহিম করিম খোদা
 রহম করিয়া ॥ লীলাকে তাহার স্বামি দিল ফিরাইয়া * একিন বিশ্বাসে
 জান সব কার্য হয় ॥ বেইমান বদকারের সদা পরা জয় * দুনিয়ার দুস্তি
 ছাড় ভাই মুসলমান ॥ খোদা রছুলের প্রতি রাখিও ইমান * সুখে দুঃখে
 সম ভাবে খোদা বিশ্বপতি ॥ সকলের বন্ধু তিনি অগতির গতি * তার
 সনে বন্ধু ভাব করহে স্থাপন ॥ জীবনে মরনে সাথী হইবে সেজন * মুন্সি
 হাফেজ উল্লা আমি জ্ঞান বুদ্ধি হীন ॥ ভুল দোষ মাপ কর যতেক
 মমিন * জিলা ময়মনসিংহ বিচে হাজারদী পরগনা বেলদী গ্রামেতে জান
 আমার ঠিকানা * নামেতে ইচুফ, ভূঞা বাবাজির নাম ॥ ছমরে হেকমতে
 অতি ছিল নাম কাম * মুছল্লি মন্তকী ছিল দীন দানাদার ॥ কুলে শীলে
 সমাজেতে সোবে সরদার * দিয়ারিশ্ ওয়ারিশ্ ভূঞা দুই দাদা ছিল
 শিশু কালে দাদাজির ইন্তিকাল হইল * বংশাবলী ক্রমে ছিল ক্ষুদ্র
 তালুক দারী ॥ তাহাতেই ছিল তারা সচ্ছল সংসারী * পরম সুখেতে
 তারা করিল গুজরান ॥ সদয় আছিল সদা পাক হোবহান * এখন কলির
 অধর্মের সার ॥ মোটা ভাত মোট বাস জুটে উঠা ভার * দাগাদার দেরে-
 বের দাগাতে পাড়িয়া ॥ হইল খরচ বহু মামলা করিয়া * দুই বেটা আল্লা
 তাল্লা শুপিল আগায় * বড় বেটায় পড়া নিয়া ঠেকিল দায় * পূর্ব পুরু-
 ষেয় যাহা ছিল তালুকদারী ॥ তাহাতে সচ্ছল রূপে চলেনা সংসারী *
 টুপী ও গঞ্জির এক খালনু কারবার ॥ তাহাতে সচ্ছল রূপে চলিল
 সংসার * বড় বেটা এল এ ক্রমে নিল এডমসান ॥ দাগাদার ছিল যারা
 গ্রামেতে সয়তান * হিংসার আগুনে পুড় হইল ছার খার ॥ জাল কর্ত্ত
 পত্র এক করিল তৈয়ার * এক মাত্র খোদা মোর বিপদে ভরসা ॥ খোদা
 নামেতে শুপিলাম সব আশা * পড়ার খরচ তার মামলার তক্ষির ॥
 সংসারের চাপ তাতে হইলু অস্তির * খোদা যার সখা তার নাহি কিছু ভয় ॥

থাকুক সহস্র শত্রু হবে পরাজয় • করিনু সাগরিদ শিশ্য বহু স্থানে ॥
 ওয়াজ নছিহত করি তাদের সদনে • তাহাতে :যথেষ্ট মোর হইল
 রোজগার ॥ ভাল রূপে চাপাইনু গঞ্জির কার বার • সয়তানে যত রূপ
 কারল সয়তান ॥ খোদার কুদ্রতে সব হয়ে গেল পানি • সামাজিক হিসা-
 বেতে নাই কোন খাতা ॥ সবার উপরে মোরে রাখিল বিধাতা • বড় বেটা
 জজ্ কোটে হইল কেরানী ॥ আবদুল আলিম মিঞা নয়নের মনি • ছোট
 বেটা বি এ পাশ ওকালতি পড়ে ॥ ল কলেজেতে পড়ে ঢাকার সহরে •
 আবদুল হক মিঞা মোর ছোট বেটা হয় ॥ খোদা যেন তার উপরে
 থাকেন সদয় • খোদায় দরগায় ভেজি হাজার শুকরানা ॥ করিম রহিম
 খোদা জলিল রব্বানা • এক শত সাল হবে আমার উম্মর ॥ দোয়া কর
 অধমেরে যত বিরাদর • জীবনের কর্ম মোর হইল তামাম ॥ না পারিনু
 করিবারে আখেরের কাম • হাফেজ আবদুল গনি আমার ভাগিনা ॥
 নৌলবী ইনুছ ভাই জান সর্ব জনা • যে সব আলিম ছিল আত্মীয় স্বজন ॥
 একে একে সবাকার ঘটিল মরন • এখন আমার আর বেশী বাকী নাই ॥
 আখেতে সুখ হয় দোয়া কর ভাই • ছালাম আলেক মেরা জনাবে সবার
 দোয়া কর অধমেরে যত দিন দার •

